182. Nd. 893.8.

রত্নাকর।

অভিনয় কাব্য।

শ্রীকেদার নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক
প্রণীত ও প্রকাশিত।

দক্ষিণেশ্বর।

শ্রীরামপুর
২১ নং নিউগেট ষ্ট্রীট—"চন্দ্রোদয় যন্ত্রে"
শ্রীগঙ্গাধর কর্ম্মকার দ্বারা মুদ্রিত।

বঙ্গাব্দা ১৩০০।

মূল্য ৵০ আনা মাত্র।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষ।

চ্যবন মুনি	রত্নাকরের পিতা।
রত্নাকর	দস্যুপতি, চ্যবন মুনির পুত্র।
ভৈরব, ভীমাক্ষ, বিকট	রত্নাকরের অধীনস্থ দস্যুগণ।

মহাদেব, ব্রহ্মা, নারদ, সন্ন্যাসী, ব্যাধ ও ব্রাহ্মণগণ।

রমণী।

সরযূ	রত্নাকর পত্নী।
হিরণকুমারী	রত্নাকরের কন্যা।
ছায়াময়ী	অসহায়া বালিকা বা মায়া সরস্বতী।
করালী, ত্রাসা, ঝঞ্ঝা	ভৈরব, ভীমাক্ষ ও বিকটের পত্নীগণ।

ভগবতী, বনচণ্ডী, রত্নাকর মাতা, বিধবা, সখী ও দাসী।

রত্নাকর।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

মধ্যপথে দস্যুগণ কর্ত্তৃক পথিকগণকে আক্রমণ

নেপথ্যে দোহাই বাবা, মারিস্‌নে, রক্ষা কর্, যা আছে সব দিচ্চি।

নেপথ্যে ভিক্ষে নাকি? চুপ্ ক'রে দাঁড়া—

(পলায়নের শব্দ, সঙ্গে সঙ্গে লাঠির শব্দ উচ্চৈঃস্বরে—বাবা গো,—গুরুদেব—মধুসূদন)

(তিনটী ব্রাহ্মণ রক্তাক্ত কলেবরে ছট্‌ফট্ করিতে করিতে আসিয়া পতন, সঙ্গে সঙ্গে যম সদৃশ তিন জন দস্যুর লাঠি হস্তে আগমন)

১ম ব্রা। ওমা'মাই গো—একটু জল—

২য় ঐ প্রিয়ব্রত—পালা বাবা—

ভৈরব ভাল কথা, বিকট দ্যাখ্‌ দ্যাখ্‌, এই বাম্‌ণের—সঙ্গে যে একটা ছেলে ছিল, সেটা গেল কোথা?

(বিকটের প্রস্থান)

২য় ব্রা। কেউ ছিলনা, কেউ ছিলনা, গুরুদেব, রক্ষা করুন—— (মৃত্যু)

ভীমাক্ষ ছুবেটা সবেছে দেখ্‌ছি, তবে এ বেটা আর কেন—

(লাঠি প্রহার)

ভৈরব (মৃত ব্যক্তিদের নাড়িয়া চাড়িয়া) দেখ্‌ছি তিনখানা কাপড়, তিনখানা ছেঁড়া নামাবলী, একটা রূপোর আংটি, আর তিন ছড়া রুদ্রাক্ষির মালা,—তা মন্দ কি—

ভীমাক্ষ। ছেলেটাকে পেলে হয় যে—

ভৈরব দেরি হচ্চে কেন, দেখব নাকি?

(মৃত বালক লইয়া বিকটের প্রবেশ)

উভয়ে ভ্যালা মোর ভাই—

বিকট শালা কাঁপছিলো, বড় কিছু কত্তে হয়নি, গলা টিপেই মেরে ফেলেছি—

ভৈরব। তাই তো তোকে পাঠালুম্‌—

ভীমাক্ষ দেখতে মন্দ নয়—

ভৈরব আর রূপ দেখতে হবে না, কি আছে তাই দ্যাখ্‌—

বিকট তা মন্দ নয়, কাপড় আছে, অনন্ত আছে, মাদুলিও আছে—

ভীমাক্ষ। (মহানন্দে) এত অল্প লোক মেরে, এত আয় এক দিনও হয়নি।

বিকট। তাইত, আজ রাতটা পুইয়েছে ভাল—
ভৈরব বাজে কথায় কাজ কি, এ গুলোকে সরিয়ে ফেলে, আবার গুছিয়ে দাঁড়ান যাক্, আজ দিন ভাল
ভীমাক্ষ বেশ বলেচিস্ ভাই—
বিকট ঠিক্ কথা——(মৃতদেহ অপসারণ)
বিকট (আনন্দে) আজ বড় ফুর্ত্তির দিন্—
ভীমাক্ষ কিন্তু আমার লাঠিতে আজ একটাও মরেনি, তাই মনটা খারাপ্ হয়ে রয়েছে—
ভৈরব তোর কপালে নেই, কি কোরবো বল্ -
ভীমাক্ষ। এবার পেলেই কিন্তু আমায় মার্তে দিতে হবে—
ভৈরব সেকি হয়, কত খুঁজে একটা আদটা মেলে, তাতে নিজেরই আশ মেটেনা, এত হাত নিস্ পিস্ করে, যে এক ঘাতে মলেও আরো দু দশ ঘা মারি—
বিকট। এক দিন একশো দুশো না মারলে আঁর সুখ নেই।
ভৈরব তার বন্দোবস্ত কত্তেই ত প্রভু বনচণ্ডীর মন্দিরে গেছেন
ভীমাক্ষ চ, তাঁর কাছে এইগুলো রেখে আসিগে—
ভৈরব। সে কথা মন্দ নয়—

(অপহৃত দ্রব্যাদি লইয়া সকলের প্রস্থান)

প্রথম অঙ্ক।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

বনচণ্ডীর মন্দির।

সম্মুখে রত্নাকর বিচরণ করিতেছে।

রত্নাকর। শুনেছিনু, বাঞ্ছা তুই পূরাস সবার,
তাই মোর তোর কাছে আস';
তা না হ'লে, দস্যুপতি রত্নাকর,
ভিক্ষাতরে যায়নাক কার দ্বারে;
কিন্তু দেখি মোর কথা অবহেলা করি,
বিনা বাক্যে, অপমান করিস্ আমার,
মনে যেন থাকে, এ বনের রাজা আমি
বিকট দশনোপরি ভ্রুকুটি ভঙ্গিতে তোর,
ভীত নহে দস্যুপতি
যারে দেখে শার্দ্দূলের চলেনা চরণ,
কেশরী কুণ্ঠিত হয়,
তারে ভয় দেখাস্ কি আর?
ধরি আমি, সহস্র শোণিতসিক্ত
তীক্ষ্ণ শরাসন,—
সামান্য রুধির মাখা খড়্গ হাতে করি,
রত্নাকরে কি ভয় দেখাবি?

শুনিয়াছি বটে, তুষ্ট তুষ্ট নরবলী পেলে
এ অতি সামান্য কথা
বাঞ্ছা যদি পূরাস আমার,
প্রতিদিন নরবলী পাবি——

(ভৈরবের প্রবেশ)

ভৈরব প্রভু, আজিকার প্রাপ্তি এই—

(প্রণাম)

রত্নাকর এ সকল কোথা পেলি?
ভৈরব মনসাধে ব্রহ্মহত্যা করি—
রত্নাকর কজনায় বধেছিস্?
ভৈরব মাত্র—চারিজন—
রত্নাকর হায় কবে মোর বাঞ্ছা পূর্ণ হবে,
প্রতিদিন শত শত নরহত্যা করি
মিটাইব মন সাধ
যা, বস্ত্রাদি নিগে যা কজনে তোরা,
স্বর্ণ আভরণ, রাখ্‌গে রতন ভাণ্ডারে মোর।
ভৈরব যে আজ্ঞা প্রভু—

(গমনোদ্যত)

রত্নাকর অমাবস্যা নিশি কাল, ইচ্ছা মোর
স্বহস্তেতে চণ্ডী কাছে নরবলী দিব;
যে কোন প্রকারে, আয়োজন কর তার।
অটুট্ থাকিবে মোর কথা;
বলী না আনিতে পার যদি,

তোমাদেরি মধ্য হ'তে, যে কেহ জনেক
ভাণ্ডার পূরাবে মোর

ভৈরব কোন চিন্তা নাই তব,
এক কেন, শত বলী আবশ্যক হ'লে,
উপস্থিত হবে তাহা,—চলিনু সন্ধানে—
(ভৈরবের প্রস্থান)

রত্নাকর (চণ্ডীর প্রতি) শোন্ তবে কামনা আমার,
কর্ যাহে সার্থক করিতে পারি
"রত্নাকর" নাম মোর
প্রতিদিন শত শত নরহত্যা করি
পূরাই ভাণ্ডার
নরমুণ্ড বিছাইয়া
মধ্যপথ অস্থিপথ করি,
রাখি তোরে কঙ্কাল মন্দিরে,
নরহৃদি পঞ্জরেতে, ছেয়েদি মন্দির তোর,
হৃৎপিণ্ড পুষ্পাঞ্জলি মেদ মালা
পরাইবে তোকে প্রতিদন,
শোণিত সরসী করি মন্দির প্রাঙ্গন তোর।
শুনিয়াছি এ সকল চাস্ তুই ;
মোর সাধ পূরাস যদ্যপি,
তোর সাধও পূরাইবে দস্যুপতি
রত্নাকর, রত্নাকর হ'লে,
প্রতিজ্ঞা অটুট্ রবে মোর;
তা না হ'লে পরে, শিলা বেঁধে তোরে

ডুবাইব তমসার নীরে,
চলিনু এখন, বলী পাবি কাল
(প্রস্থান)

প্রথম অঙ্ক।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

ভৈরব, ভীমাক্ষ ও বিকট, বলী অন্বেষণে ব্যস্ত।

ভৈরব   সন্ধ্যা হয় বলী ত না মেলে,
কি জানি কি আছে ভালে,
কখন ত হয়নি এরূপ—
ভীমাক্ষ   অন্য দিন বিনা ক্লেশে,
কতই শিকার আসে,
আজ দিন গেল, অন্ন নাই পেটে,
এখন ত বলী নাহি জোটে—
বিকট   পর্ব্বতে পর্ব্বতে, নদীকূলে, অন্নহীন
ফিরিলাম সারাদিন, অবসন্ন দেহ,
কেহ ত এলনা চক্ষেতে আজ—
ভৈরব   কোথা আজ বলী দিব,
উল্লাসে নাচিব বনচণ্ডী কাছে,
সিদ্ধ হবে মনোরথ;

শত শত বলি, আপনি আসিবে চলি,
তা না হ'যে, একি বিডম্বনা!
(দূরে শব্দ লক্ষ্য করিয়া সকলের সেই দিকে গমন ও পুনরায় আগমন)

বিকট কি আশ্চর্য্য !
শব্দ মাত্র ধাই সেই দিকে, কিন্তু
পড়েনাক চখে, একটীও বনজন্তু আজ—

ভীমাক্ষ দস্যুপতি এলে, বুঝাব কি ব'লে,
এই স্বধু জাগে মনে—

ভৈরব কোন কথা, কারো কথা, থাকিবে না সেথা;
অটুট্ প্রতিজ্ঞা রবে, বলী দিতে হবে,
চণ্ডী কাছে প্রতিশ্রুত তিনি

ভীমাক্ষ যে কেহ মোদের, গেছি আজ একজন
(দূরে শব্দ ও সকলের সেই দিকে গমন ও প্রত্যাবর্ত্তন)

বিকট সন্ধ্যা হ'ল, আশা গেল,
এর পর, এ বনেতে কে আসিবে আর ?

ভৈরব আসিবেন দস্যুপতি স্বধু—

ভীমাক্ষ (শিহরিয়া) কি হবে না জানি—

বিকট আগে টের পেলে, ছেলেটাকে
না মেরে আনিলে, সব গোল মিটে যেত
একান্ত না বলী পাই যদি,
ঘরে আছে বৃদ্ধ বাপ্, অকর্ম্মণ্য, খায় স্বধু,
যাতনার একশেষ!

তাহাকেই বলী দিব ;
পারিনা ঘুরিতে আর—

ভীমাক্ষ পাই যদি হিঙ্গনকুমারী,
আত্মজনে এনে দিতে পারি—

ভৈরব পাবে সব দস্যুপতি এলে ;
ভাগ্য, যদি পরিত্রাণ মেলে

(পুনরায় শব্দ ও সকলের সেই দিকে
গমন ও প্রত্যাবর্ত্তন)

ভীমাক্ষ বাম আজ বনদেবী ;
ভয় এসে, অবশ করিছে দেহ,
ইচ্ছা হয় ছুটিয়া পলাই—

বিকট যাবে কোথা, তারও স্থান নাই—

ভৈরব দস্যুপতি অলক্ষ্যেতে নাই
হেন স্থান নাই, মধ্যপথে ;
ছেড়ে দাও বৃথা বাক্য —
অমূল্য সময় যায়, প্রাণ যায়, ঝুলিছে মোদের
চল, পুনঃ অন্বেষণে যাই,
তিন জনে তিন দিকে ধাই

("জয় বনচণ্ডী" বলিয়া তিন জনের প্রস্থান)

—— o:::o ——

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক

গহন বন

অসহায়া বিধবা ও তাঁহার ক্ষুধাতুরা কন্যা ছায়াময়ী

ছায়া — দ্যাখ্‌না মা—কাঁটা ফুটে
কেটে গেছে পা, ছ'ড়ে গেছে গা ;
য়েতে ত পারিনা, খেতে দে মা কিছু

বিধবা — এ অন্ধকার বনে, কোথা কি পাব মা বল্‌,
চল্‌ রাত গেলে, গ্রাম পেলে, খেতে দেবো

ছায়া — প্রাণ গেলে, খেতে পেলে, কি হবে মা,
পারিনা যে এক পাও যেতে ;
শুই আমি, পারিনা দাঁড়াতে।

বিধবা — না মা, আয় মা,
কাঁদে ভর দিয়ে, চল্‌ তুই ;
অসহায় গহন বনেতে, থাকে কি মা রেতে,
কিছু দূর গেলে, কারো না কারো
ঘর বাড়ি মেলে
চল্‌ তাই যাই—

ছায়া   তৃষ্ণাতে হয়েছে বল, দে মা জল—

বিধবা   তাও কোথা পাই বল্—

ছায়া   তবে আর পারিনা মা—

(হস্ত ছাড়িয়া বসিয়া পড়ন ও শয়ন)

বিধবা   ওমা, অবুঝ হ'লে কি চলে,
এ বনেতে পান আহার পাব কোথা ?
ওঠ্ মা, অধীর হলে কি হবে—

(উপবেশন ও কন্যাকে মূর্চ্ছাগত দেখিয়া)

ওমা, ঘুমুলি কি মা আমার ?
আহ, ননীর পুতুলে, সয় কি এ পথশ্রম,
কখন হাঁটেনি, সোণার নলিনী,
তায়, এক বিন্দু জল আজ পড়েনি
পেটেতে মার
নিদ্রাদেবি, তুমিই মা দুঃখীর সহায়;
অসহায় বনে, তুমি বিনে
কে আর সান্ত্বনা দেবে
যতবার খাবার চেয়েছে,
বুক মোর ফেটে গেছে—
মুখে শুধু আশ্বাস দিয়েছি
জাগিলে আবার, চাবেত খাবার,
এবার না পেলে, বাঁচিবে কি আর।

(ছায়ার নাসিকায় হস্ত দিয়া)

একি, এতো ঘুম্ নয়, মূর্চ্ছা গেল না কি ?

একি হোলো, কি হবে গো,
কোথা আমি জল পাব,
ফেলে বা কি ক'রে যাব—
গুরুদেব, দেখিও ছায়ারে,
যাই জল আনিবারে,
এ দেখে, নিশ্চিন্ত থেকে,
হারাব কি মাকে
চরণ যে চায়নাক যেতে,
না গেলে যে পারিনা বাচাতে,
দেখো দুর্গে দুখিনীর ধনে

(জল আনিতে গমন)

ছায়া (চেতনা পাইয়া)

মা,—মা, ওমা কোথা তুমি?
(উচ্চৈঃস্বরে) মা, মা, মাগো—
ওমা কোথা গেলে,
কোথা যাব কেন গেলে ফেলে?
ওমা দ্যাখ্ একবার, চাবনা খাবার আর,
আর আমি চাবনাক জল,
কোথা যাবি চল্
পায়ে ধরি, ভয়ে মরি, দেখা দে মা;
অন্ধকার রেতে, বনের মাঝেতে,
পারিনে থাকিতে যেগো
মা,—মা, ওগো কি হবে আমার দশা—

গীত

আমায় একলা ফেলে, কোথায় গেলে মা,
ভয়ে মরি, দে মা দেখা, শিউরে ওঠে গা
কোথা যাবি চল্,
চাই না খাবার, চাইব না আর জল,
আঁধার বনে, মরি প্রাণে, এসে দেখে যা
কাঁদব না গো আর,
আর আমি মা, ক'রবো না আবদার;
দেরি হলে, প্রাণ না রবে, দেখা হবে না

(হিঙ্গনকুমারীর প্রবেশ)

হিঙ্গন একাকিনী, কে গা তুমি;
কেন কাঁদ বনের মাঝেতে?

ছায়া। মা এলে কি?

হিঙ্গন ভয় নেই, মা তোমার নিকটেই আছে

ছায়া। তুমি কে গা, দেখাও না মা আমার কই—

হিঙ্গন। আমাদেরি ঘরে, রেখে এনু তাঁরে,
এ বনেতে দস্যুভয় বড়
চল তুমি, তাঁর সাথে পালাবে এ বন হতে,
কি জানি কে হতে, বিলম্বেতে পথে
অনর্থ ঘটিতে পারে।

ছায়া। কে গা তুমি, দয়াময়ি?

তুমিই কি, বনদেবী এ বনের ?
এ নিশিতে, অনাশ্রিতে
এ করুণা কোথা হ'তে আসে আর—
কে তুমি বলনা—

হিঙ্গন। বিলম্ব হয়, পরিচয় পরে নিও,
দস্যু-ভয় হয় না তোমার ?
এসো মোর সাথে, পরিচয় নিও পথে,
এখানেতে থেকে কাজ নেই—

ছায়া। বনবালা, ছ'লোনা অবলা,
পরিচয় পেলে, যাই চলে তব সাথে—

হিঙ্গন এ বনের রাজা—দস্যুপতি রত্নাকর,
অভাগিনী কন্যা আমি তাঁর—

ছায়া (সভয়ে) ওগো, পায়ে ধরি,
মাকে ছেড়ে দাও, এই নও, যা চাও তোমরা—
(গলার হার ছিঁড়িয়া হিঙ্গনের হস্তে প্রদান)
মাকে মোর, ছেড়ে দাও—

হিঙ্গন। ছি ছি বোন্, কথা শোন্,
ছেড়ে চ এ বন ;
রেখে আসি বনের বাহিরে,
বিলম্বেতে পাছে এসে ধরে, এই ভয় করে।
দস্যু—কন্যা আমি, কিন্তু সে প্রবৃত্তি নাই মোর ;
বাবা না জানিতে, বন ছেড়ে যেতে হবে,
বিলম্ব করোনা বোন—

ছায়া পিপাসায় মরি, চলিতে না পারি,
ক্ষুধা পিপাসায়, বল নেই পায়—

হিঙ্গন। তবে যেওনাক কোথা, থাক হেথা,
আনি কিছু যা পাই নিকটে—

(হিঙ্গনের প্রস্থান)

(ভৈরবের প্রবেশ)

ভৈরব। গিয়েছে, গিয়েছে,
এইবেলা আয়, হবে দায়, ফিরে এলে।

(ভীমাক্ষ ও বিকটের প্রবেশ)

বিকট। এক দণ্ড দেরি নয় আর—

ভীমাক্ষ ভয় কার?

ছায়া কে গা তোমরা?

ভীমাক্ষ চুপ্ কর্, যম্ তোর গোরা—

ছায়া। ওগো মেরোনা গো, ওগো মেরোনা গো,

(পলায়ন তৎপর)

(সকলে ঘিরিয়া পথরোধ করণ)

ছায়া। এই লও, সব লও,
পায়ে ধরি ছেড়ে দাও—

(অলঙ্কার খুলিয়া প্রদান)

ভৈরব। অলঙ্কার তোল্, যেথা বলি চল্,

ছায়া। ওমা কোথা গেলে গো,
ওমা দ্যাখো গো—

বিকট। খবরদার্ চুপ্ কর্—

ভীমাক্ষ বেঁধে ফেলা যাক্—

(লতা ছিঁড়িয়া বন্ধন)

ছায়া ওগো বেঁধোনা গো, বড় লাগে,

মাগো—যাই।

পায়ে পড়ি, ছেড়ে দাও—

ভৈরব। চণ্ডীর মন্দিরে চল্ আগে,

ছেড়ে দিব তোকে

(সকলে মহোল্লাসে ছায়াকে টানিয়া লইয়া যাওন ও ছায়া ক্রন্দন করিতে২ "ওগো মাগো, ওগো দেখ'গো, ওগো রক্ষা করো গো'—বলিতে২ গমন)

দ্বিতীয় অঙ্ক।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

পথ মধ্যে

ভৈরব, ভীমাক্ষ ও বিকট ছায়াকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে, এমন সময় জল ও খাবার লইয়া হিঙ্গনকুমারীর প্রবেশ

হিঙ্গন। একি, একে কোথা ল'য়ে যাস্ তোরা?

ভৈরব দিওনাক বাধা, রবেনাক কোন কথা আজ;

আছে কাজ, দস্যুপতি প্রতিজ্ঞা পূরাবে,
বলী দিবে, চণ্ডী কাছে—

ছায়া — দিদি, দিদি, এসেছ কি তুমি,
যাই আমি; রক্ষা কর, রক্ষা কর—

হিঙ্গন — ভয় নেই, ছেড়ে দেবে এরা,

ভীমাক্ষ — ওকথা তুলনা তুমি আর;
সাধ্য কার, প্রভুর আদেশ অমান্য করিবে—
পালিতে হইবে তাহা।

হিঙ্গন। দয়া মায়া নাই কি তোদের;
সোণার প্রতিমা, লতায় বাঁধিয়া,
কি ক'রে নেযাস্ বল?
আহা! খুলে দে বাঁধন, খুলেদে বাঁধন—

বিকট। তার পর, রত্নাকর
আমাদের শির নেবে,
সেই বুঝি ভাল হবে?
যাও, যাও, দয়া রেখে দাও।

হিঙ্গন। রত্নাকর বলী দেবে, সেই বলী খুঁজে নেবে,
তোদের এ নিষ্ঠুরতা কেন?

ভৈরব — দস্যু মোরা, দস্যুপতি তিনি,
দয়া মায়া, জানিনা শুনিনি;
আজ্ঞা তাঁর অবশ্য পালিব,
ছেড়ে নাহি দিব;
ভাল চাও, ঘরে যাও,
এখনি আসিবে রত্নাকর।

ভীমাক্ষ হবেন অন্যথা, স্ত্রীজাতির কথা শুনে
কেন দেরি কর , চল, চল যাই ত্বরা

হিঙ্গন পাপিষ্ঠ বর্ব্বর, পরের উপর
যত নিষ্ঠুরতা ?
নিজ কন্যা ব্যথা পেলে,
কাতর হোস্‌, কি বোলে;
দয়া মায়া আসে কোথা হ'তে ?

বিকট চাহিনাক উপদেশ নিতে—

ভীমাক্ষ দয়া মায়া কাপুরুষ তরে,
বীরের তা গ্রাহ্য নয়

হিঙ্গন একেই কি বীর বলে নাকি ?
অবলা দুখের বালা, পেয়েছ একলা,
তারে বধে বীরত্ব দেখাবে ?
সমকক্ষ হয়, যা বল তা সয়,
সিংহের শৃগাল বধে, লজ্জা বই
বীরত্বের কিছু নেই

ভৈরব। সারাদিন ধরে মরি ঘুরে ঘুরে,
জন প্রাণী না মিলিল আজ;
বলী চাই, কোথা পাই এ নিশিতে;
পেয়েছি যা, ছাড়িবনা কভু

হিঙ্গন। দস্যুবৃত্তি ক'রে, প্রাণের ভিতরে
নিষ্ঠুরতা ছেয়ে গেছে;
একবারও পরকাল মনে হয়না কি ?

ভীমাক্ষ কালাকাল শুনিতে না চাই,
চল যাই, সময় হয়েছে
বিকট। দস্যুপতি পথ চেয়ে আছে
ভৈরব। চণ্ডীকার বলী চাই, বিচারের কিছু নাই এতে,
যাই চল সময় না হতে।
হিঙ্গন। নারী অবধ্যা সবার—একথা কাহার না জানা আছে;
নরবলী হয় বটে, নারীবলী শুনিনি কখন;
বৃথা কেন বালিকারে কষ্ট দিস্
কথা রাখ্, অন্য বলী দ্যাখ্,
থাক্ এ বালিকা মোর কাছে
ভৈরব ঘরে ফের, আশা ত্যাগ কর,
মিনতি রবেনা আজ কারো
ভীমাক্ষ চল যাই কাজে, মিছে কাল ব্যাজে
দস্যুরাজে, উৎকণ্ঠিত করা কেন আর—
বিকট বলী লয়ে যাব, তিরস্কার খাব,
এই হবে শেষে——
হিঙ্গন কোথা যাবি পাপিষ্ঠেরা, ছেড়ে দে বালিকা,
ল'য়ে চ আমারে তোরা,
যেতে হয়, আমি বলী যাব।
না ছাড়িস্ যদি, এই অস্ত্র বিঁধি,
পোড়া হৃদি, বিদরি এখনি;
ভালবাসা বুঝেছি তোদের——

(অস্ত্র উন্মোচন)

সকলে কর কি, কর কি—

ভৈরব পায়ে ধরি, হিঙ্গনকুমারি,
ও কথা মুখে এননা—

ভীমাক্ষ। কিসে দোষ পেলে, আজ্ঞা না পালিলে
জীবন রবেনা কারো—

বিকট তুমি বাম হ'লে, মরিব সকলে,
পায়ে পড়ি, যাও চলে—

হিঙ্গন। ছুঁস্‌নে আমায় পশু, শিশু পরে এত অত্যাচার?
বসুন্ধরা সবেনা এ ভার

ভৈরব। শুন কথা, এত রাতে বলী পাব কোথা?

হিঙ্গন বালিকায় ছেড়ে দিলে,
দ্যাখ্, বলী মেলে কি না মেলে।
বাক্য ধর্, বালিকায় মুক্ত কর্,
থাক্ ও আমার কাছে
সত্য ক'রে বলি, না পাইলে বলী,
ল'য়ে যাস্ এরে তোরা—

(স্বহস্তে বন্ধন মোচন; সকলে অবাক্ হইয়া দণ্ডায়মান)

হিঙ্গন একি! এ যে মূর্চ্ছা গেছে।

(কোলে করিয়া উপবেশন ও মুখে জল সিঞ্চন)

ভৈরব তোমার কথায়, ছাড়িনু ইহায়,
সত্য যেন মনে থাকে।

সময়ে যদ্যপি, বলী নাহি পাই,
পুনরপি ল'য়ে যাব একে—

ভীমাক্ষ কারো মাথা থাকিবেনা আজ—

বিকট রত্নাকর রোষে, কি জানি কি আছে অবশেষে—

(দস্যুগণের প্রস্থান)

(ছায়াময়ীর সংজ্ঞা প্রাপ্তি)

ছায়া দিদি, দিদি—

হিঙ্গন। এই যে আমি, ভয় কি?
পাপিষ্ঠেরা গেছে,
এই লও, খাও কিছু—

ছায়া না দিদি, খাবনাক আমি,
মার কাছে লয়ে চল মোরে;
কি হবে দিদি, আসে যদি ফিরে?

হিঙ্গন চল যাই ঘরে—

ছায়া বলেছিত আমি, বনদেবী তুমি;
তা না হ'লে, শুষ্ক মরুভূমে
এ কুসুম কখন ফোটেনা

হিঙ্গন (জনান্তিকে)
নিস্তারিণি, সতীত্বে সদয় থাক যদি,
দস্যুপতি পায় যেন অন্য বলী;
দাসী প্রতি হয়োনা মা বাম
বাঁচে যেন অবলার প্রাণ
নিষ্কৃতি দিতে নিষ্ঠুরতা হতে,

কে আছে মা আর; ডাকি বারে বার,
মিনতি রেখো মা অবলার——

গীত।

ডাকে মা, বিপদ বিধুরা মেয়ে,
কাতরা কিঙ্করীরে মা, রাখ গো অভয় দিয়ে
কাননে একাকিনী, কনক প্রতিমা জিনি,
অবলা কুল কামিনী, বিহ্বলা পরাণ ভয়ে
সতীত্বে সদযা শুনে, প নে রেখেছি প্রসূনে,
বিপদনাশিনী জেনে, ডাকি মা তোরে, অভয়ে

(ছায়াকে লইয়া প্রস্থান)

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

কৈলাস,—মহাদেব ও ভগবতী আসীন।

ভগবতী ভগবন্! তুমি ভিন্ন মোক্ষপথ দেখায় নরেরে,
হেন কেহ না দেখি জগতে।
পুনঃ পুনঃ জন্ম মৃত্যু হতে
নিষ্কৃতি পাবার, উপায় কি নাহি কিছু?
সদাশিব তুমি, মঙ্গলনিদান,
মঙ্গলের কথা শুনিতে বাসনা করি তাই

মহাদেব এ করুণা না থাকিলে,
দয়াময়ী কবে কেন লোকে?
এ মঙ্গল কথা, কভু মোরে জিজ্ঞাসেনি কেহ
মহামায়া! তব কাছে, অজ্ঞাত কি আছে কিছু?
কিন্তু ইচ্ছা তব অবশ্য পূরাব:
দেখ প্রিয়ে! যে মানব
সর্ব্বভূতে সমদৃষ্টি রাখে,
ব্রহ্মচর্য্য, দানব্রত, বেদাভ্যাস রত,
সুখ দুঃখ অনিত্য ভাবিয়া
আত্মাকেই নিত্য বলি জানে,

লোভ বিসর্জ্জন, হিংসা পরিহার
সত্যব্রত হ'য়ে গুরুসেবা করে ;
জন্ম মৃত্যু ভোগাভোগ হয়নাক তার

ভগবতী
মহাযোগী তুমি, তোমারে জিজ্ঞাসি পুনঃ,
তবে নাথ, যোগফল পৃথক্ কি কিছু ?

মহাদেব
ব্রতধারী ব্রহ্মচারী চেযে, যোগপরায়ণ লোক
সর্ব্বথাই শ্রেষ্ঠ জেনো
মুক্তির, এমন সহজ পথ, আর নাই
দেখইনা কেন, যোগী সদা
লোভ, দ্বেষ, ভয়, ক্রোধ, অভিমান ত্যাগী ;
জিতেন্দ্রিয়, শান্ত, ধীর, মৈত্রিপরায়ণ ;
সুখদুঃখ, লাভালাভ, প্রিয়াপ্রিয়, জন্মমৃত্যু,
ইষ্টানিষ্ট শত্রুমিত্রে, সমভাব তাঁর ;
ধর্ম্ম অর্থ, কাম্য কর্ম্ম, বিষয় সম্পদে,
মমতা বর্জ্জিত ; নির্ব্বিকার, সমদৃষ্টি সব
এ সকল সংসারবিরাগী যোগী ভিন্ন
অন্যে কি সম্ভবে ?

ভগবতী
শ্রেষ্ঠ যদি সংসারবিরাগী,
তবে নাথ, স্ত্রী, পুত্র, ধন, মান, বিষয়, বিভব,
এ সবই কি অকিঞ্চিৎকর ?

মহাদেব
দেখ প্রিয়ে, সত্য বটে,
পত্নী সহবাসে অপার আনন্দ আছে ;
পুত্র কোলে পেলে, আত্মা তৃপ্তি লাভ করে ;
মন,—ধনে পুলকিত, মানে আপ্যায়িত হয় ;

বিষয় বিভবে, সুখের অবধি থাকেনা তার ;
কিন্তু, স্থির চিত্তে ভাব দেখি,
এ সকল স্থায়ী কি না ?
চপলার মত, আশা দিয়ে স'রে যায় শুধু !

ভগবতী আশা দিয়ে স'রে যায়, এই মাত্র, ..
অনিষ্ট কি তাতে ? নিজেই সে নষ্ট হয়

মহাদেব স্ত্রী, পুত্র পরিজন,
মায়া এনে অভিভূত করে ;
বিষয় বিভব, মোহ এনে
অহঙ্কারে অন্ধ ক'রে রাখে ;
পরিশেষে মায়া মোহ উভয়েতে মিলি,
মোক্ষপথে কণ্টক রোপণ করে শুধু
কামিনী, কামের মূল.
যে কামেতে, মানুষেতে পশুভাব ধরে
পুত্র হ'তে, স্নেহ ও মমতা আসে :
যে স্নেহ ও যে মমতা,
চক্ষু সত্বে, মানুষেরে, বিপথেই ল'য়ে যায় সদা
বিভবেতে, মত্ততা জন্মায় :
যে মত্ততা, জ্ঞান সত্বে, মানুষে বিহ্বল করে।
তাই প্রিয়ে, এ সকল, বিষবৎ পরিহার করি
যোগপথ লয় যেই, সেই শ্রেষ্ঠ
যোগ ভিন্ন, শরীরস্থ পূর্ণব্রহ্ম দরশনে মোক্ষলাভ
বড়ই কঠিন ; এমন কি অসম্ভবই জেনো

ভগবতী নাথ; যোগ তুমি কারে বল ?

মহাদেব চঞ্চল চিত্তেরে, স্থির করি,
একাগ্রেতে ভক্তি আকর্ষণে
পরমার্থ ধ্যানই যোগ——

(ব্রহ্মা ও নারদের গীত আলাপ
করিতে২ প্রবেশ)

গীত।

বোম্ বোম্ হর হর, দেব দিগম্বর,
বিশাল বিষধর, জটাজাল মাঝে।
যোগেন্দ্র যোগীবর, রজত বরং ধর,
কনক প্রতিমা উমা, বামে বিরাজে।
ভস্ম ভূষণ শোভে, নরহাড় মালে,
কণ্ঠে হলাহল, চন্দ্র কপালে,—
আঁখি ঢুলু ঢুলু, গঙ্গা কুলু কুলু,
ধীর লহর তুলি, শিব শিরে সাজে।

(গীত অন্তে প্রণাম)

মহাদেব (আশীর্ব্বাদ) পরমার্থ লাভ কর।
আজ যে, উভয়েরে আনন্দে বিভোর দেখি!

নারদ। আনন্দময়ীরে, সদানন্দ বামে দেখে,
নিরানন্দ থাকে কি কাহারো—দেব?

ব্রহ্মা আশুতোষ তুমি অভয়া জননী মোর;
শিবময় কৈলাস ভুবনে,
নিরানন্দ থাকিবে কেমনে।

ভগবতী উভয়েরি মনে, কি যেন রয়েছে দেখি!

নারদ দয়াময়ি, অগোচর কিছু কি তোমার?
বৈকুণ্ঠপুরে, আশ্চর্য্য দেখিয়ে এক,
মর্ম্ম জানিবারে, এসেছি মা পঞ্চানন কাছে:
ভাবী, ভূত, বর্ত্তমান, ত্রিকাল কটাক্ষে যাঁর,
ত্রিকালজ্ঞ ত্রিলোচন যিনি ..
মহাদেব পদ্মযোনি. এমন কি আশ্চর্য্য দেখেছ,
যা জানিতে মোর কাছে আসা?
ব্রহ্মা দেবেশ! পূর্ব্বে গোলকেতে,
নারয়ণে দেখিতাম সুধু;
আজ দেখি, চারি অংশে,
চারি মূর্ত্তি ধরি, বিরাজেন তিনি
প্রপঞ্চ বুঝিতে না পেরে, মর্ম্ম জানিবারে,
এসেছি প্রভুর কাছে
মহাদেব। যে রূপে, দেখেছ কেশবে আজ,
সেই চারি রূপ ধরি, দশরথপুত্ররূপে
জন্মিবেন তিনি শ্রেষ্ঠ অংশ "রাম" নামে,
রক্ষপতি দশাননে সবংশে বধিতে
পত্নী, জনকদুহিতা, লক্ষ্মীরূপা সীতা
হরিলে রাবণ, রক্ষকুল উন্মূল করিয়ে,
বৈদেহীরে উদ্ধারিবে রাম।
ব্রহ্মহত্যা আদি মহাপাপ যত,
একবার মধুময় "রাম" নামে,
তিরোহিত সব হবে।
বৈকুণ্ঠবিহারী, ভূভারহারী হয়ে,

জগতের পাপভার লাঘব করিতে,
রাম রূপে জন্মিবেন আসি।
দর্শনে বা নাম মাত্র তাঁর,
মহাপাপী মোক্ষ পাবে।

ব্রহ্মা হেন মহাপাপী, আছে কি জগতে কেহ?

নারদ নরহত্যা করে, কে এমন পাপী আছে প্রভু?

মহাদেব মধ্যপথে, নরহত্যাকারী মহাপাপী আছে এক,
বারেক যদি সে ভুলে রাম নাম করে,
সর্ব্ব পাপ ক্ষয় হবে তার।
কৌতূহল হয় যদি, সত্যাসত্য এর
পরীক্ষা করিতে পার।

নারদ আ মরি মরি! সে নামের এত গুণ!
পরীক্ষা কি প্রভু?
পাপীর উদ্ধার তরে, নাম দিতে যাব তারে।

ব্রহ্মা বনে বনে, পথে পথে,
দিবানিশি, রাম নামই গাব।

নারদ প্রণমি প্রভু; জননি, প্রণাম হই তবে—

(উভয়ে প্রণাম।)

ভগবতী এস বৎস—

(উভয়ের প্রস্থান)

মহাদেব। নিশ্চয়ই এরা মধ্যপথে যাবে,
দস্যু রত্নাকর, রাম নামে মুক্ত হবে,
রামকীর্ত্তি রচিবে নিশ্চয়;
কিন্তু নিরক্ষর মূর্খ সে ত!

ভগবতী চিন্তা নাই ; মোব অনুরোধে,
সবস্বতী গেছে তার কা'ছে ;
বত্নাকব কবিগুরু হবে
মহাদেব মহামায়া, মায়া তব বোঝা ভার,
এইত সূচনা হ'ল,
ইতিপূর্ব্বে সরস্বতী কি রূপেতে গেল ?
ভগবতী আমিই বলেছি যেতে—
মহাদেব। এই না কিছু পূর্ব্বে,
দেহ পরম্পবা ভোগ, মোক্ষ, যোগ,
এ সকল জিজ্ঞাসা কবিতেছিলে মোবে ?
সকলিত জান, তবে কেন
বাব বার এত ছলা ?
ভগবতী সবই তোমা হ'তে নাথ।
চল, দেখিগে বিমান পথে,
মধ্যপথে, কি করে নারদ ;
সবস্বতী, কি ভাবেতে আছে,
রত্নাকর কোন্ কাজে বত
মহাদেব এস যাই তবে—

(উভয়ের প্রস্থান)

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

মধ্যপথ

ভৈরব, ভীমাক্ষ ও বিকট,—চিন্তামগ্ন

ভৈরব। বৃথা হ'ল সব!
শত শত হত্যা করি, দ্বিগুণ বেড়েছে বল,
আজ সে সকল, কোথা গেল।
দেহ অবসন্ন হ'ল;
বসি, দাঁড়াতে পারিনা আর

(লাঠিতে ভর দিয়া উপবেশন)

ভীমাক্ষ বনে বনে, প্রাংগণে,
নদী, গুহা, লতা, পাতা, পাতি পাতি করি
খুঁজিয়াছি ঘুরি;
বিফল হ'ল সব!
হেন বল নাই, বাতাসে দাঁড়াই—

(উপবেশন)

বিকট (এদিক ওদিক উঁকি মারিয়া)—
শব্দে ভয় হয়, রক্তাকবময়

হেরি যেন সব!
এখনি আসিবে, কি জানি কি হবে,
রবেনা কাহারো প্রাণ—

ভীমাক্ষ ভাগ্যে মিলে ছিল, তাও গেল;
কাপুরুষ মত,
নারী কাছে নত হতে হল!

ভৈরব আরো আছে কত, ছাগ দির মত,
বলিদান না দেয় মোদের!

বিকট তার চেয়ে, কাটাকাটি করি
আপনা আপনি মরি,
তাও ভাল শতবার—

ভৈরব বেশ কথা, বীর প্রথা
রাখিনা কজনে
হিঙ্গনকুমারী, সকলেরি আশার জিনিস,
কিন্তু, তিন জন নয়,
এক জনই পাবে তায়
এস যুদ্ধ করি, প্রাণ ধরি রবে যেই,
কুমারী তাহারি হবে

ভীমাক্ষ এক দিন স্থির, এ নিয়ে রুধিরপাত হবে;
আজ যদি হয়, সব দিক রয়,
ভাবনা ফুরায় মোর

বিকট ক্ষতি নাই, যুদ্ধে যাই,
খেদ নাহি রবে।
মধ্যপথে, নিজ হাতে,—

শত শত নরহত্যা করি, বলি হয়ে মরি!
বিড়ম্বনা। কখন হবেনা তাহা।

ভৈরব এস ভাই, শরাসন ধরি,
আলিঙ্গন করি
জীবিত যে রবে, হিংসন তাহারি হবে,
এই কথা, মনে যেন গাঁথা থাকে

ভীমাক্ষ তূণ ধরি, সত্য করি, অন্যথা হবেনা

বিকট করিনু শপথ, নাহি অন্যমত মোর!

(পরস্পর আলিঙ্গন।)

ভৈরব যুদ্ধ হবে, একে একে,
একই সঙ্গে শরত্যাগ্, যে মরে যে থাকে
দুজনার রণে, যে বাঁচিবে প্রাণে,
তারি সনে, বিকট যুঝিবে,—
কনিষ্ঠ সবার ঐ—

ভীমাক্ষ আমি, অন্যমত নই—

ভৈরব বাক্য অকারণ, লও শরাসন তবে,
দস্যুপতি, এখনি আসিবে,
নাশিবে পশুর মত

(উভয়ে শরাসন লইয়া, ধরিত্রীকে প্রণাম,
ও উভয়ে উভয়কে লক্ষ্য করিয়া দণ্ডায়মান;
দূরে বিকটের স্তম্ভিতভাবে স্থিতি)

(হঠাৎ রত্নাকরের প্রবেশ)

রত্নাকর পূজার সময় দেখে, আয়োজন ফেলে রেখে,
একাকী এসেছি ছুটে হেথা;

বলি কোথা, নিকৃষ্ট বর্ব্বর ?
কবিলি বড়াই, নিশ্চিন্ত রয়েছি তাই,
কই, বলি এনে দে আমায় ;
তা না হ'লে, আয়—
তোদেরি উৎসর্গ করি, প্রতিজ্ঞা পুরাই।
কথা না দিতিস্ যদি,
দস্যুপতি, এতাবধি নিশ্চিন্ত কি থাকে ?
যার ভয়ে, মধ্যপথে, চন্দ্র সূর্য্য দেয়নাক দেখা,
যে একা, নিমেষে উল্লাসে নাশে শত শত নরে,
সে আজ, তোদের কাছে বলি ভিক্ষা করে !
ভীরু কাপুরুষ, বনের অধম কীট !

ভৈরব (শরাসন রত্নাকর পদে রক্ষা করতঃ
অর্দ্ধোপবিষ্ট হইয়া)
ক্ষমা কর প্রভু, তোমার অযোগ্য মোরা ;
দিনরাত বনে বনে, খুঁজেছি কজনে ;
নদীকূলে, পর্ব্বতে, গুহায় মূলে ডালে লতায় পাতায়,
পথে পথে ঘুরি শতবার; এখনও পান আহার নাই,
অবসন্ন দেহ শক্তিহীন,
তবু চো'খে এলনা'ক' কেহ
অবশেষে ———— ———— (নীরব)

রত্নাকর অবশেষে, কি করিলি বল্—

ভীমাক্ষ (শরাসন রত্নাকর পদে অর্পণ করতঃ
অর্দ্ধোপবিষ্ট হইয়া)
অবশেষে প্রভু,

এ মুখ দেখাতে, চিতে ছিলনা বাসনা আর,
উপায় তার —— (নীরব)

রত্নাকর — উপায় তার, কি হয়েছে বল্—

বিকট — (শরাসন রত্নাকর পদে অর্পণ করতঃ অর্দ্ধোপবিষ্ট হইয়া)
উপায় তার প্রভু,
আপনি না এলে, কোন্ কালে হয়ে যেত',
পরস্পর যুদ্ধ করি, প্রাণ পরিহরি—
যেতাম সবাই

রত্নাকর — নির্ব্বোধ! ছি, ছি!
এতকাল বৃথা শিক্ষা দিয়েছি তোদের,
এখনো "হতাশা" আছে মনে?
এখনো "অসাধ্য" কথা, ভুলিস্‌নি তোরা?
আত্মহত্যা, নিমেষে করিতে পারি,
তার এত আড়ম্বর কেন, ইচ্ছাধীন সেত
এতকাল, কি শিখিলি তবে?
কি বীরত্ব আছে, যে কাজে অক্ষম তোরা?
আগে এ সংবাদ পেলে,
দস্যুপতি অবহেলে,
শত শত বলি এনে দিত।
বীর হ'য়ে নিরুদ্যম কেন?
আত্মহত্যা,—উন্মাদেই ক'রে থাকে
পালিয়াছি সন্তানের মত,
তারি ভয়ে ভীত এত তোরা

ভৈরব। ক্ষমা দিন, প্রভু,
পালিতে আদেশ, চলিলাম পুনঃ,
তন্ন তন্ন করি, মধ্যপথে ফিরি
বলি ধরি আনিব এখনি

ভীমাক্ষ। শতহস্তীবল, এসেছে আমার,
নিশ্চয়ই, বলি আনিব এবার

বিকট যা থাকে কপালে, আশা বলে
ছাড়িবনা আর,
অবশ্য বলি পাইব এবার।

রত্নাকর। চল্ মোর সাথে,
মধ্যপথে, এ নিশিতে, বলি নাহি আজ
কর্ব্বুর পর্ব্বতে, আছে সমাধিতে
ঋষি এক জন;
তারে এনে, প্রতিজ্ঞা পূরণ করি আয়;
সময় উত্তীর্ণ হয়

(অদূরে সঙ্গীত ধ্বনি শ্রবণে)

রত্নাকর। কে না গায় ঐ, কাজ নাই গিয়ে আর;
এই মধ্যপথে, আছে নিকটেতে বলি,
দিকে দিকে ফিরি, ঘিরি গিয়ে তায় চল্—

(প্রত্যেকের ভিন্ন ভিন্ন দিকে প্রস্থান)

চতুর্থ অঙ্ক।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

(সঙ্গীত আলাপ করিতেং ব্রহ্মা ও
নারদের প্রবেশ।)

গীত

এখন অবোধ মন, কেন এত অভিমান,
ফুরাইল আয়ুবেলা, হের দিন অবসান।
বারেক পরাণ ভ'রে, বল রে "হরে মুরারে,
অন্তিমে শমনদ্বারে, চাহ যদি পরিত্রাণ
কেশব কমল আঁখি—নারায়ণ,
ত্রিপুর কলুষহর—নারায়ণ;
দীন সনে দিন দিন, বৃথাই যাইছে দিন,
এখন কর যতন পেতে করুণানিদান

নারদ। ঘোর অপবিত্র বন,
দেহ মন, কলুষিত হ'ল
বৃক্ষে বৃক্ষে, পাপ যেন নাচে,
চারিদিক, শোণিত পিপাসাতুর।
নররক্ত পরসনে, বৃক্ষ লতা জ্ব'লে গেছে,
হয়েছে হবিৎ বাস তার।

ব্রহ্মা বিষম দুর্গন্ধ,
জীবন্ত নরক এই;
যে দিকেই ফিরি, কঙ্কাল নরকপাল হেরি!
সমীরণ লেশ মাত্র নাই;
কোথা হ'তে ধুলি রাশি,
আপনা আপনি আসি,
নাসারন্ধ্র রোধে
নর—অস্থি, ছিন্ন চীরবাসে
ছেয়েছে কানন পথ!

নারদ কি জানি কি, বর্ত্তুল আকৃতি,
শত শত জলন্ত অঙ্গুরী মত,
নেত্রমুখে ফেরে!
সদা শ্রম হয়, দেহ যেন কীটময়!
মহা পাপস্থান!

(বৃক্ষ হইতে রত্নাকর)

রত্নাকর দাঁড়া তোরা, কে যাস্ এ বনে—

নারদ পথিক, সন্ন্যাসী, তুমি কে এখানে?

রত্নাকর। রত্নাকর আমি, দস্যুপতি, রাজা এ বনের,
দাঁড়া তোরা——(বৃক্ষ হইতে অবতরণ)

ব্রহ্মা সন্ন্যাসীর দাঁড়ায়ে কি ফল,
সম্বল যার হরিনাম সুধু?
দস্যুপতি, সে ধন প্রয়াসী নয় কভু

রত্নাকর প্রাণ চাই, ধনে আবশ্যক নাই,
দিন গেল, রাত যায়, এখনও হায়—

মেলেনি একটী প্রাণী, ব'ধে যায় সুখী হই
যেই দস্যুপতি নিতি নিতি
পঞ্চদশ নরহত্যা করি, জলস্পর্শ করে,
আজ তার, এমনই দুর্দ্দিন, সারাদিন
নররক্ত দেখেনি সে
ভাগ্যে তোরা এলি, দিয়ে নরবলি,
জুড়াই মনের জ্বালা

নারদ — সন্ন্যাসী ব'ধে কি লাভ তোমার,
অর্থ, বস্ত্র, অলঙ্কার, কিছুই পাবেনা

রত্নাকর — রত্নাকর, উপদেশ চায়নাক তোর
এখনও যে দস্যুপতি কাছে, প্রাণ আছে
এত কথা ক'য়ে,—এই ঢের!

ব্রহ্মা — দেখ্ রত্নাকর,
এক গোবধেতে, শত শত্রুবধ পাপ,
এক নারীবধে, শত গোবধের পাপ,
এক ব্রহ্মবধে, শত নারীবধ পাপ,
শত ব্রহ্মবধ পাপ, ব্রহ্মচারী বধে,
সন্ন্যাসী বধের পাপ, অসংখ্য জানিও।
এ পাপ সঞ্চয়ে, অভিলাষ যদি,
দস্যুপতি, কর যা ইচ্ছা তোমার ,

রত্নাকর — ও কথায়, নাই পরিত্রাণ,
রত্নাকর ভোলেনা ও সবে
তোদের মত, শত শত সন্ন্যাসী ব'ধেছি,
এ নহে নূতন কাজ আজ।

নারদ ভাল কথা, কিন্তু—
এই নরহত্যা, মহাপাপ, কার তরে কর তুমি ?
এ পাপের ভার, আর কেহ লবে কি তোমার ?

(অপরাপর দস্যুগণের প্রবেশ ও
এক পার্শ্বে দণ্ডায়মান)

রত্নাকর অবশ্য নেবে ;
যাদের পোষণ তরে, এই বৃত্তি ক'রে,
সংসার পালন করি, তারা ভাগী হবে।

ব্রহ্মা। নিজকৃত পাপ, অন্যে কেন নেবে ?

রত্নাকর নিশ্চয়ই নেবে

ব্রহ্মা এ তোমার ভ্রম রত্নাকর,
সত্য মিথ্যা এর,
পিতা মাতা পরিজনে, আগে
জিজ্ঞাসা ক'রে জানগে
বৃক্ষতলে বসি, ফিরে আসি
যা হয় তা ক'রো।

রত্নাকর ভেবেছিস, পালাবি সুযোগ পেয়ে
রত্নাকর হাতে, পরিত্রাণ পেতে
সাধ্য নাহি কারো ;—
ভৈরব, দুজনায় বেঁধে রাখ গিয়ে
মন্দির নিকটে ;
এখনি ফিরিব আমি

(রত্নাকরের প্রস্থান।)

(ব্রহ্মা ও নারদকে বাঁধিয়া লইয়া সকলের প্রস্থান)

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

রত্নাকর অন্তঃপুর।

উপস্থিত—সরযূ, সখী ও দাসী।

সখী স্বরযূবালার কেশবিন্যাস করিতেছে ও

উভয়ে মৃদু২ সঙ্গীত আলাপ করিতেছে।

গীত

মদন শর সম্বর, নহি আমি শঙ্কর,
ভস্ম নয় ধুলা মেখেছি, ফণী নয় বেণী আমার।
কণ্ঠে নহে হলাহল, প্রবল আঁখির জল,
ভাসায়ে এনেছে গলে, নয়ন অঞ্জন মোর।
কি দেখিছ হৃদিপর, ডমরু নয় পয়োধর,
সীমন্তে সিন্দুর বিন্দু, ভাবিছ যা শশধর।

(দাসী মার্জ্জনী হস্তে গৃহ মার্জ্জনে ব্যস্ত)

(হিঙ্গনকুমারীর দ্রুত প্রবেশ)

হিঙ্গন (শশব্যস্তে) মা, মা, ছায়া কোথায়, ছায়া কোথায়?

সরযূ (ত্রস্তভাবে উঠিয়া) কেন, কি হ'য়েছে, কি হ'য়েছে?

হিঙ্গন। বাবা আস্‌চে, তারে যে লুকুতে হবে—

সবযু। তবে দ্যাখ্ দ্যাখ্, কোথা গেল দ্যাখ্—
হিঙ্গন। গজালে দেখ্‌ছি (শশব্যস্তে খুঁজিতে যাওয়া)
(আরং সকলের ব্যস্ত হইয়া এদিক
ওদিক খুঁজিতে প্রস্থান)
নেপথ্যে ওগো ছেড়ে দাও, ওগো আমায় মেরোনা—
(ছায়ার কেশাকর্ষণ করিয়া
রত্নাকরের প্রবেশ)
রত্নাকর প্রাণ ভয়ে, সিংহের বিবরে এসে
কে কোথা বেঁচেছে?
শিকার ত্যাগ, ব্যঘ্রেরও সম্ভব হতে পারে,
কিন্তু, রত্নাকর হাতে, পরিত্রাণ নাই কারো
রোদনে বা আবেদনে,কিছুমাত্র বিচলিত নহি আমি,—
ও সকল অনেক শুনেছি
ছায়া ওগো দিদি গো, ও দিদি বাঁচাও গো—
নেপথ্যে ভয় নেই, ভয় কি, এই যে আমি—
(হিঙ্গনকুমারীর প্রবেশ)
হিঙ্গন একি বাবা! বালিকার এ নিগ্রহ কেন?
নারীজাতি, অবধ্যা তোমার;
ধর্ম্মতব·—রক্ষা করা তায়—
রত্নাকর। ধর্ম্মাধর্ম্ম, তুই কি শিখাবি;
চ'লে যা সম্মুখ হ'তে।
হিঙ্গন। শক্তিরূপা নারী, তাহে এ কুমারী, বধ করি,
অনিষ্ট ডাকিবে কেন বাবা।
এই মহাপাপে, অনুতাপে

বেন দগ্ধ হবে শেষে।
শুনেছি পিতৃব্য কাছে:
কুমারীর পূজা হয়—

রত্নাকর রত্নাকর শোনেনা অলীক কথা,
কেন বৃথা বাধা দিস্
আমার অনিষ্ট করে, হেন কারে
দেখিনাত।
অনুতাপ. এ কথা নূতন শুনি আজ!
দেব দেবী তুচ্ছ যার, তার কাছে
কুমারীর পূজা কি আবার?
যা চলি এখান হতে,
তোর কথা শুনিব কি?
যার কাছে আজো, ম তোর দ্বিরুক্তি করিতে নারে,
সে যে এতক্ষণ তোর কথা শোনে:
শুধু তোরে ভালবাসে ব'লে।
এখনো বলি, যা চলি এখান হ'তে—

সবয়ূ। শোন্‌না মা, য বলেন উনি—

হিঙ্গন (জানু পাতিয়া রত্নাকর চরণ স্পর্শ করিয়া)
বাবা পায়ে ধরি, আশ্রিত যে,
অভয় দিয়েছি যারে, বধনাক তারে।

রত্নাকর। ছেড়েদে, ছেড়েদে, বৃথা অনুরোধ।

হিঙ্গন। (দাঁড়াইয়া)
তবে আর কেন, সাধ্বী যদি আমি,
ওর মৃত্যু দেখিবনা কভু:

বিষ খেয়ে এ জ্বালা জুড়াব
কিন্তু জেনো বাবা, আচিরেই
নরহত্যা পাপে, অনুতাপে দগ্ধ হবে তুমি—

রত্নাকর　(সহাস্যে)
ভয় তুই দেখাস্‌নে মোরে;
কিন্তু, কি জানি কেন যে
তোর তরে প্রাণ কাঁদে মোর;
না জানি কোথা হ'তে, পাষাণেতে মায়া আসে।
আরও, এ মেয়েটা কি জানি কি জানে,
প্রাণে মোর, মায়া আনে টেনে।
যখনি ছুঁয়েছি, ভুলেছি কঠোর ভাব,
ভেবেছি ছাড়ি, কিন্তু কি করি,
সত্যবদ্ধ আছি:
বনচণ্ডী কাছে বলি দিব,
এরে ছেড়ে, বলি কোথা পাব?

হিঙ্গন　কেন, বলিত রেখে এসেছ, ভুলে গেছ নাকি?

রত্নাকর　এই নে আশ্রিত তোর, এতক্ষণ বলিস্‌নি কেন?
(এই বলিয়া ছায়াকে মোচন, ও হিঙ্গন কুমারী তাহাকে নিজ বক্ষে ধারণ ও অচেতন দেখিয়া।)

হিঙ্গন　একি! মূর্চ্ছা গেছে নাকি?
ও ঘরে নে যাই, ঝি জল আন্ তুই
(হিঙ্গন, ঝি ও ছায়ার প্রস্থান)

রত্নাকর　কি আশ্চর্য্য, সব ভুলে গেছি!

‹দি যে পেয়েছি, সে কথা মনেই নেই।
শিকার পেলে, এতই উন্মত্ত ক'রে ফেলে,
হত্যা তরে এতই উৎসুক হ'য়ে পড়ি,
আনন্দেতে জ্ঞান হরি লয়।
কিন্তু, এ মেয়েটা মানুষত নয়!
শিরায় শিরায়, কি যেন কি দিয়ে গেছে,
শক্তি হ'রে নেছে মোর!
যাক, যে কাজেতে আসা,
মীমাংসা, করিগে আগে তার—

(পত্নীর প্রতি)

বাবা কোথা, মাই বা কই?

সরযূ নির্জ্জনে, বাগানে আছেন—

রত্নাকর এস, কাজ আছে সেথা।

(উভয়ের প্রস্থান।)

(হিঙ্গনকুমারী ও ছায়ার প্রবেশ)

হিঙ্গন কৈ, এরা সব গেল কোথা?
এস দেখিগে এদের—

ছায়া। না দিদি, আমি আর যাবনা।

হিঙ্গন আমার সঙ্গেতে যাবে, ভয় কি তোমার?
এস——

(উভয়ের প্রস্থান)

——০ঃ০——

পঞ্চম অঙ্ক।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

বন-মধ্যে চ্যবন মুনি ও রত্নাকর—মাতা ধ্যানস্থ
রত্নাকর ও সরযূর প্রবেশ

রত্নাকর	অসহ্য জড়তা অকর্ম্মণ্য জীব!
দিন রাত চক্ষু বুজে, কি যে কাজ করা,
ওঁরাই জানেন

চ্যবন	(নেত্র উন্মীলন করিয়া)
রত্নাকর, এত দিনে দেবকুল
অনুকূল তোর প্রতি
নরহত্যা—পাপ তরে, অনুতাপ কর্,
অনুশোচনাই প্রায়শ্চিত্ত তার;
অচিরেই ধন্য হবি

রত্নাকর	বিশেষ জিজ্ঞাসা আছে,
ও শুনিতে আসা নয় হেথা—

চ্যবন।	স্থির হও, সবই জানি
বিরিঞ্চি, আর দেবর্ষি নারদে,
ছেড়ে দে এখনি
তাঁদেরি কৃপায়, মুক্তি হবে তোর
সন্ন্যাসী দুজন, যে সে লোক নন্।

রত্নাকর এ সব তুমি কোথা পেলে ?

চ্যবন তুমি মোরে, অকর্ম্মণ্য জীবই ভাব,
কিন্তু, ইচ্ছা হ'লে, জগতের যেখানে যা হয়,
চক্ষু বুজে বোসে সবই দেখে থাকি

রত্নাকর বয়সে যে বুদ্ধি যায়, সন্দেহ তায় নাই ;
বিশ্বাস করিতে পারি পার যদি ব'লে দিতে—
কি উদ্দেশে হেথা আসা মোর।

চ্যবন এ অতি সামান্য কথ !
পাপ—অন্ন গ্রহণ করিনা.
পাপভাগী হব কেন ?

রত্নাকর (অবাক হইয়া, পরে)
অনশনে থাক নাকি ?
প্রতিদিন উদরান্ন আসে কোথা হ'তে ?

চ্যবন মা তোমার, আবশ্যক মত,
মোর তরে ভিক্ষা করে,
সামান্য তায়, কদিচ গ্রহণ করি

রত্নাকর এ বনের রাজা আমি,
রাজ মাতা ভিক্ষা করে ?

চ্যবন। পাপ অন্ন চেয়ে শতবার শ্রেয় তাহা

রত্নাকর থাক্ সে অযথা কথা ;
কোন না কোন উপায়ে,
সংসার পালন করি আমি,
ব'ল, নহ কি তুমি আমার পাপের ভাগী ?

চ্যবন অজ্ঞান বালক, এ কথা কোথা শুনেছ,

কোন্ শাস্ত্রে বলে ?
পুত্রকৃত পাপভাগী পিতা হয় কভু ?
আমার পাপ অর্শে কি তোমায় ?
নরহত্যা করি, সংসার পালিতে
কে তোমা ব লেছে ?
শুন নাই, শতবার মানা ক'রেছি তোমায়

রত্নাকর। উঃ, পিতা, বড় নিদারুণ তুমি —
(জননীর প্রতি)
মা সত্য করি বল :
তুমি মোর পাপভাগী কি না ?

জননী বৎস, ভেবে দ্যাখ্,
ক্ষুধা, তৃষ্ণা, জরা, উপবাস,
কি জ্বালা না স'য়ে, মানুষ করেছি তোরে !
মার দিনেকের ধার,
শুধিতে পারিস্ যদি,
আমি তোর পাপভাগী হব
বাল্যকালে পালিয়াছি তোরে,
বৃদ্ধ মোরা আজ, তোর কাজ—
মোদের পালন করা ;
পাপভাগী কেন হব ?

রত্নাকর। উঃ ! অন্ধ আমি,
এত দিন কি কাজ করেছি !
(পত্নীর প্রতি)
পত্নী তুমি, অর্দ্ধাঙ্গভাগিনী

অর্দ্ধ পাপ মোর, অবশ্য তুমিই লবে—

সরযূ। সে কি নাথ, নারী আমি তব,
বিবাহ দিবস হ তে, শাস্ত্র মতে,
মোর ভার তুমিই লয়েছ,
সুখে, দুঃখে, আর সব কাজে,
অর্দ্ধভাগী আমি বটে;
কিন্তু, পোষণার্থ পাপ ভার
স্পর্শেনা আমায়
নরহত্যা, চৌর্য্যবৃত্তি,
এ কাজে প্রবৃত্তি না দিয়ে,
বারণই ক'রেছি নাথ
ক্ষমা কর, নরহত্যা-পাপভাগী,
কি লাগি হবে অভাগী

রত্নাকর। (হতাশ হইয়া)
উঃ, সকলেই পর!
তবে, এত পাপ সনে,
একা আমি যুঝিব কেমনে?
নখ হ'তে, কেশাগ্র শিহরে কেন!
ভয়, জানিনাত কারে বলে
শত শত নরহত্যা, উল্লাসে করেছি,
পদদ্বয় ধরি, সবলে বৃক্ষে প্রহারি,
বালক ব'ধেছি কত,
নারীবধ, সংখ্যা নাই!!
ভয়ত হয়নি তাতে, আমোদই বেড়েছে

অ জ, এত' সামান্য কথায়,
হৃৎপিণ্ড সঙ্কুচিত হয়,
কাঁপে বুক, শিহরে সর্ব্ব শরীর,
এরেই কি ভয় বলে!
উঃ, একা আমি এত পাপ! উঃ
নরহত্যা! চিত্তবৃত্তি সন্তোষের তরে,
কৌপীনধারী, কপর্দ্দকহীন
ভিক্ষুকেরও প্রাণ নিছি!
অভাগারা, কাতর বচনে
প্রাণ ভিক্ষা চেয়েছে পায়েতে মোর,
পদাঘাতে যমালয়ে দিছি!
অবলা, আপনা ভুলে
শিশুপ্রাণ ভিক্ষা চেয়ে, লুটায়েছে পায়ে,
তারই বুকে আছাড়ে মেরিছি শিশু
কৈ, ভয়ত হয়নি তাতে!
আজ, কে যেন আমার অন্তরেতে ঢুকি,
সমস্ত শিরায় ধরে, টানিয়ে একত্র করে,
একেই কি ভয় বলে?
উঃ, একা আমি, এত পাপ!

(উন্মাদের ন্যায় বিচরণ)

(হিঙ্গনকুমারী ও ছায়ার প্রবেশ)

হিঙ্গন। ইকি, বাবা এমন ক'রে কেন?

রত্নাকর। (পাগলের ন্যায়)
হিঙ্গন, অসহায়, একা আমি,

কি ক’রে সব’ এ পাপ!

(চ্যবন মুনি গাত্রোত্থান করিয়া ছায়াকে প্রণাম)

চ্যবন (রত্নাকরকে দেখাইয়া, ছায়ার প্রতি)
মা, ক্ষমা কর এরে,
পূর্ব্বজন্ম স্মৃতি যাবে কোথা,
সবই জান, অবিদিত নহ তুমি

(সকলে অবাক্)

রত্নাকর বাবা, কে এ মেয়ে, পূর্ব্বজন্ম জানে,
তুমিইবা লুটাও চরণে কার?

চ্যবন ওরে, দ্যাখ্ চেয়ে কল্পনাদেবীরে,
বীণাপাণি আপনি এসেছে,
সরস্বতী উনি

রত্নাকর দেখিব কি, কি দেখে চিনিব,
কি ক’রে চিনিলে বাবা?

চ্যবন রত্নাকর, যোগবলে জেনেছি সকল,
সরস্বতী উনি, কন্যা তোর কমলা আপনি,
তোরই তরে উভয়ের যোগাযোগ।
চরণে শরণ নে মাতার ধন্য হবি,
পরিত্রাণ পাবি

রত্নাকর (ছায়ার পদপ্রান্তে জানু পাতিয়া)
মা, রক্ষা কর—
না, “রক্ষা কর,”—একথা দস্যুপতি মুখে!
“রক্ষা” ভিক্ষা করে রত্নাকর.

শত শত জীব, যার কাছে, রক্ষাতরে কাতরে কেঁদেছে,
তার মুখে "রক্ষা কর".
উঃ, রক্ষাত ক'রিনি কারে ;
মা, রক্ষা কি করিবে মোরে ?
একা আমি, এত পাপ, কি করে বহিব।
কেশে যখনি ধ'রেছি, জেনেছি
সামান্যা তুমি নও ;
ক্ষমা দাও অজ্ঞান সন্তানে

ছায়া পরীক্ষা করিনু, বুঝিনু
দস্যু মাঝে, তুই মোর পুত্র হবি,
কিন্তু, পাপ তোর শিরায় শিরায়,
কিসে যায় শোন্ঃ
প্রায়শ্চিত্ত, অনুতাপ,
রত্নাকর, তাই কর্, মুক্ত হবি,
পুনঃ দেখা পাবি

(অন্তর্দ্ধান)

(সকলে অবাক্)

রত্নাকর (পিতৃচরণ)
বাবা, একি হ'লো,
কোথা গেল' বালা ?
চ্যবন। পূর্ব্বেত ব'লেছি, দেবী উনি,
মানবীত নন্
রত্নাকর। কোন্ বলে এ সব জানিলে,

যোগবল্ কারে বলে বাবা?
তা'তে কি পাপ যায়, মুক্তি হয়?
উঃ, একা আমি, এত পাপ
কি ক'রে বহিব!

চ্যবন। মায়া, মোহ, অহঙ্কার,
দর্প, তেজ, বিভব বৈভব ভুলে
সর্ব্ব ভূতে সম জ্ঞান করি, নির্ব্বিকার চিত্তে
পরমাত্মা ধ্যানই যোগ
তা হ'লেই, অন্তর্দৃষ্টি হবে,
মায়া বিশ্ব ভুলে যাবে
সত্য সৃষ্টি দৃষ্টিপথে রবে——

রত্নাকর বাবা, কিসে আমি
যোগী হব তবে,
কিসে মোর পাপ যাবে।
উঃ, একা আমি, এত পাপ!

চ্যবন চণ্ডী কাছে বলি দিগে বড় রিপু,
বিরিঞ্চি আপনি উপদেশ দিবে,
গুরু হবে তোর;
তাঁর কাছে মন্ত্র পাবি, তা হলেই
যন্ত্রণা জুড়াবি রত্নাকর
অনুতাপানলে দেহশুদ্ধি হ'লে,
তবে পাবি উপদেশ।

রত্নাকর (বাপ পায়ে প্রণাম করিয়া)
আশীর্ব্বাদ কর, চণ্ডী কাছে যাই,

ত্রাণ পাই যেন।
উঃ, একা আমি, এত পাপ!

(কন্যার প্রতি)

মা, ক্ষমা ক'রো, মহাপাপী আমি,
দাঁড়াতে পারিনা, অগ্নিময় সব।

(হিঙ্গনকুমারী ও সরযূর রত্নাকরকে প্রণাম, ও রত্নাকরের উন্মাদের ন্যায় প্রস্থান)

চ্যবন — এতদিনে, বাম্ বিধি সদয় হ'য়েছে
চিন্তা নাই, রত্নাকর পাপমুক্ত হবে
ধন্য হব' মোরা——

জননী — কত দিনে দেখা পাব তার?

চ্যবন — ইচ্ছা কর, নিত্য দেখা পাবে,
মধ্যপথই তপোবন হবে তার।
যোগভঙ্গ হ'লো যদি আজ,
চল সবে, চণ্ডীকে প্রণাম ক'রে আসি

(সরযূ ভিন্ন সকলের প্রস্থান)

সরযূ — বনচণ্ডি, দেখো মা নাথেরে মোর,
যন্ত্রণার শান্তি ক'রো তাঁর
তিনি মুক্ত হ'লে, অভাগীও মুক্ত হবে
ত্রিপাপনাশিনি, তোমা বিনা
কে আছে জননী,
বিপদেতে রক্ষা ক'রো মোরে।

গীত।

অভয়ে অভয় দেগো ;

বিনে চরণ তোমারি আর উপায় দেখিনা।

পড়িয়ে সঙ্কট ঘোরে, শঙ্করি ডাকি মা তোরে,

দেখো মা তব কিঙ্করে, কলুষনাশিনী শ্যামা।

সাধকে সদয় সবে, তাতে কি গৌরব রবে,

পাতকে তরাতে হবে, তবে বুঝিব করুণা।

শ্রীপদে মম মিনতি, দুখিনীর প্রাণ-পতি,

কলুষ কাতর অতি, তাঁরে নিদয়া হয়োনা।

(প্রস্থান)

ষষ্ঠ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

বনচণ্ডীব মন্দির

রত্নাকব পদচারণ করিতেছে।

বত্নাকব। (উন্মাদের ন্যায়)

মা, রক্ষা কব, রক্ষা কর, অসহায়;
একা আমি, এত পাপ! উঃ!
(এদিক্ ওদিক্ দেখিতে দেখিতে)
একি! পাছু পাছু ফেরে,
কাব্ ছায়া এরে?
(দ্রুত চলন)
তবু সঙ্গে আসে, গ্রাসে বুঝি,
ত্রাসে প্রাণ যায়!
রক্ষা কর, রক্ষা কর, অসহায়!
কাল সম পাছে,
সঙ্গ নিয়ে আছে!
(দাঁড়াইয়া)
একি! আমারই যে ছায়া!
কি আশ্চর্য্য, একি ভ্রম!

শত শত নরহত্যা ক'রে,
ছায়া দেখে প্রাণ ডরে!
উঃ, একা আমি, এত পাপ!!
(ত্রস্ত হইয়া)
একি, কে আসে আবার,
পদশব্দ কার?
দাঁড়ালে দাঁড়ায়,
পলাতে না দেয়,
পাছু পাছু ছোটে,
কাঁটা দিয়ে ওঠে গায়!
(স্থির হইয়া)
কি আশ্চর্য্য, ছি ছি!
আমারই যে পদশব্দ!
দেখে, বলিবে কি লোকে?
রত্নাকর—দস্যুপতি—
স্তনমুখে শিশু, মাতৃ-অঙ্ক-চ্যুত ক'রে
ব'ধেছে যে অবহেলে,
নিজ পদশব্দে ভয় তার?
উঃ, একা আমি, এত পাপ!
(এদিক ওদিক দেখিয়া)
না, নিশ্চই কে পাছে আছে,
নিশ্বাসের শব্দ, কোথা হ'তে আসে?
স্থির হ'লে, স্থির হয়,
চলিলে, শাসায় যেন—

ভীষণ নিঃসনে, ভয় পাই মনে।
(স্থির হইয়া)
না, এত' আমারই নিশ্বাস!
কি আশ্চর্য্য,
দিন রাত, নরহত্যা কর্ম্ম যার,
আপন নিশ্বাসে ভয় তার!
উহুঃ, অসহ্য, অসহায়,
একা আমি, এত পাপ!!
(ঊর্দ্ধে চাহিয়া)
ভীষণ রাক্ষস!
লক্ষ চক্ষু জ্বেলে, কটাক্ষ করে যে!
গ্রাসে বুঝি বিকট ব্যাদানে
সহস্র রাক্ষসী, সঙ্গে ছুটে আসে,
কোথা যাই!
অসহ্য যাতনা, দাঁড়াতে পারিনা
বসুন্ধরা সরে যায়. পড়ি যে পাতালে..
(কাঁপিতে২ হস্ত দ্বারা ভূতল আশ্রয় করণ)
(স্থির হইয়া)
একি ভ্রম!
আকাশেরে রাক্ষস ভেবেছি,
বৃক্ষ, লতা, সমীরণে দোলে.
জ্ঞান হল, রাক্ষসীরা ছুটে আসে!
উঃ, মহাপাপ, মহাপাপ।
(প্রতিধ্বনি—"মহাপাপ")

ওকি! কার কথা শুনি?
চমকে যে প্রাণী,
না জানি কে, দেবে হানি তাপ,
কোথা যাই, প্রাণ যে শিহরে!
রক্ষা কর, রক্ষা কর, দেবি!
(স্থির হইয়া)
না,—এত' প্রতিধ্বনি
প্রতিধ্বনি শুনি, এত ভয়!
ভয় এত বিষময়
ভয়ের যাতনা এত, উঃ
কত সব আর, জীবনভার
অসহ্য যে হ'লো!
কোথা যাই, কি ক'রে জুড়াই—
(পাগলের মত)
কাজ নাই এ জীবন রেখে,
আত্মবলি দিব আজ মাকে;
দে মা খড়্গ তোর—
(চণ্ডীর হস্ত হইতে খড়্গ গ্রহণ)

বনচণ্ডী। রত্নাকর, চেয়ে দ্যাখ্
চেয়ে দ্যাখ্ বিমানেতে—
জীবনান্তে গতি তোর্

রত্নাকর। (আকাশপানে চাহিয়া)
বিমানের আবরণ সরে,
(চমকিয়া)

কি দেখি একি রে।
প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে
অস্থির, অস্থির রত্নাকর!
ভয়ানক বিষধর, গলদেশ বেড়ি
দংশিছে নয়নে!
বিকট চীৎকারে, গৃধিনী সকল
গ্রাসে গ্রাসে, হৃৎপিণ্ড ছেঁড়ে, উহুঃ
ভলকে ভলকে, রক্তবমনে
প্রবাহ ছুটেছে!
মুখে মুখ দিয়া, শিবাগণ
পান করে সে রুধির
সর্ব্বাঙ্গ বেড়িয়া, সহস্র বৃশ্চিক দংশে;
দারুণ যন্ত্রণা, সহিতে পারিনা,
সহিতে পারিনা আর।
উঃহু, একি!
জ্বলন্ত কটাহ মাঝে, ভাজে রত্নাকরে
কৃতান্তের দূত.
প্রাণান্ত যাতনা, অসহ্য যন্ত্রনা শুধু!
উঃ, তীক্ষ্ণ চঞ্চু বিদ্ধ করি
শিবায় শিবায়, বায়সেরা রক্ত খায়।
অসহ্য যন্ত্রণা, প্রাণান্ত যাতনা!
(চণ্ডীর প্রতি)
উঃ, মাগো, এই মোর জীবনান্ত-গতি!
মরিবনা আমি, রক্ষা কর, রক্ষা কর তুমি

এ কি! রক্ত নদী, রুধির-প্রবাহ,
ফেণপুঞ্জ সম মেদ মাংস ভাসে!
দারুণ দুর্গন্ধ!

বনচণ্ডী — রত্নাকর, পুবেতে চেয়ে দ্যাখ্
নারীহত্যা-গতি তোর

রত্নাকর — (চমকিয়া)
রত্নাকর শিরে,
কার পদাঘাত এরে
চক্রগতি, ঘোরে দস্যুপতি
রক্তনদী মাঝে!
যাই, যাই আমি
মাংসশূন্য নরকের জীব
বিকট ব্যাদানে, ভীষণ হুঙ্কার করি
ছোটে গ্রাসিবারে তারে;
জ্বলে আঁখি অগ্নিশিখা সম!
ঝলকে ঝলকে, রক্ত সহ
মেদ, মাংস, বসা, প্রবেশে বদনে!
পূতিগন্ধময় কৃমিকীট
নাসারন্ধ্রে ঢোকে!
উঃ পারিনা, অসহ্য যাতনা!
(স্থির হইয়া)
এই মোর জীবনান্ত-গতি!
মরিবনা, পারিবনা জীবন ত্যজিতে,
কর মাগো, রক্ষা পাই যাতে

বনচণ্ডী। ঊর্দ্ধে চাহে রত্নাকর,
দ্যাখ্ তোর ব্রহ্মহত্যা-গতি
রত্নাকর (চমকিয়া)
উঃ, একি একি!
শূক্ষ্ম সূত্রে ঝোলে রত্নাকর, অধোমুখে!
নিম্নে, তপ্ত রক্তনদী,
সিদ্ধ করে গলিত দেহ সকল!
বিষম দুর্গন্ধ, ভয়ানক তাপ,
উহুঃ বিষধর সাপ,
রক্তকুণ্ড হ'তে, ধায় প্রবেশিতে
রত্নাকর মুখে!
ঊর্দ্ধে, তীক্ষ্ণ নখে, কৃতান্তের দূত
খুলিতেছে দেহ চর্ম্ম তার;
উঃ, যাই আমি, যায় রত্নাকর
নড়িতে পারিনা, দারুণ যন্ত্রণা;
নড়িলেই নরকসমাধি!
পারিনা, পারিনা, পড়িনু নরকে!
(পতন)
(অর্দ্ধোত্থিত হইয়া)
ক্ষমা দাও, রক্ষা কর,
আর যে পারিনা, এ কাজ হবেনা আর!
বনচণ্ডী। রত্নাকর, শিশুহত্যা-গতি
পশ্চাতেতে ফিরে দ্যাখ্
রত্নাকর। (চমকিয়া, পশ্চাতে চাহিয়া)

একি, নরহত্যা চারিদিকে!
কোথা যাই, এখনি মারিবে—
(বস্ত্রে চক্ষু আবরণ)
না,—চক্ষু বুজে স্পষ্টতর দেখি আরও,
কোথাও নিস্তার নাই,
কোথা যাই, কোথা রক্ষা পাই।
(ভৈরব, ভীমাক্ষ ও বিকটের প্রবেশ)

রত্নাকর। (যমদূত জ্ঞানে ভীত হইল)
পায়ে ধরি, রক্ষা কর,
প্রাণ ভিক্ষা দাও
(তাহাদের পদপ্রান্তে পতন ও মূর্চ্ছা)

ভৈরব একি! উন্মাদ নাকি প্রভু?
কার ভয়ে ভীত এত?

বিকট দস্যুপতি, এ গতি কিসের লাগি?
দেখ, দাস তব নিকটে তোমার—

ভীমাক্ষ একি, মূর্চ্ছা এ যে—

ভৈরব দেখি,——তাইত!
হাওয়া কর্, হাওয়া কর্,
কি আশ্চর্য্য!
দস্যুপতি, প্রাণ ভয়ে জ্ঞান শূন্য!
কত শত প্রাণী, কটাক্ষে মরেছে যার,
এত' ভয় তার?

রত্নাকর। (একটু সংজ্ঞা পাইয়া)
উঃ আর নয়, আর নয়,

রক্ষা কর', রক্ষা কর';
অসহ্য জ্বালা, প্রাণ যায়!
শ্রবণ বিদীর্ণ হয়, জ্ব'লে গেল নাসা,
চক্ষে শূল ফোটে
দেহময় বৃশ্চিক দংশন,
নখমুখে সূচী বিদ্ধ হয়,
শকুনিতে, বুক চিরি, হৃৎপিণ্ড খায়
(অস্থির হইয়া)
উহুঃ লোমকূপে তপ্ত শলা বেঁধে;
কিছুই দেখিনা আর,
অন্ধকার, অন্ধকারময়!
(ব্যস্তভাবে পলায়নোদ্যত হইয়া)
না, না,—নরহত্যা হয়!
রক্ষা কর, রক্ষা কর অসহায় —
(ভৈরবকে দেখিয়া যোড়করে)
মেরোনা আমারে,
আর কভু হবেনা এ কাজ,
ক্ষমা কর, মহাপাপী আমি
অজ্ঞানিত পাপ, এ দারুণ তাপ,
জানিনা তা আগে——

ভৈরব একি দস্যুপতি!
রাজা তুমি, দাস মোরা—
উপস্থিত হেথা,
কিসের এ ভয় তব ?

রত্নাকর — আমি রাজা ,
তবে, রাজা যেন না হয় জগতে কেহ !
দাসানুদাস হই, হেন ভাগ্য নাই মোর !
আমি রাজা !
নেবে রাজ্য মোর,
নেবে ঐশ্বর্য্য আমার,
দেবে, পরিবর্ত্তে দেবে,
মুহূর্ত্তেক শান্তি মোরে !
নরকযন্ত্রণা, পারিনা সহিতে আর !
অনশনে দিনপাত যার,
সেও সুখী [illegible] চেয়ে !
দেবে মোরে তার পদ,
সম্পদ চাহিনা আমি
দাস তোরা ?
রক্ষা কর্ তবে, রত্নাকর তোরে !
(ভয় পাইয়া)
সর্ব্বাঙ্গে রুধির,
রক্তমাখা শূল করে
ছুটে আসে লক্ষ্য করি মোরে,
ওরে বাঁচারে বাঁচারে——

ভৈরব — ভয় নাই, আছি এই ·

রত্নাকর — আসে ঐ, যায় কৈ ফিরে—

ভৈরব — আছি সবে ঘিরে
কার সাধ্য মারে।

রত্নাকর ওরে, নারে শীঘ্র যারে,
আন্‌গে সে দুজনারে,
আছে, কারাগারে যারা;
যারে, যারে তোরা ত্বরা
(ভীমাক্ষ ও বিকটের প্রস্থান)
পূর্ব্ব-স্মৃতি জেগেছে চৌদিকে,
নরহত্যা, দেখি দিকে দিকে!
ভৈরব। ভয় কাকে আছিত সম্মুখে—
রত্নাকর ঐ দ্যাখ্, ঐ দ্যাখ্
দেহ মোর শকুনিতে খায়,
প্রাণ নাহি যায় তবু!
যাই, যাই, আসে ঐ
তপ্তলৌহ, ঢালেযে বদনে মোর—
ভৈরব কৈ প্রভু কৈ?
রত্নাকর। ঐ——ঐ——ঐ
রক্ষা কর্, এ কাজ হবেনা আর,
পায়ে ধরি, ক্ষমা দে এবার
ভৈরব প্রলাপ সম্বর,
কার পায়ে ধর প্রভু?
কি তব অন্তরে ঘোরে,
দেখিনাত' কারে হেথা
রত্নাকর ঐ, দ্যাখ্‌নারে, দ্যাখ্‌নারে,
জ্বলন্ত চিতায় ধোরে
জীবন্ত পোড়ায় মোরে——

পারিনারে, পারিনারে আর
(ব্রহ্মা নারদ ও ভীমাক্ষের প্রবেশ)

রত্নাকর (পলায়ন তৎপর)
ঐ আসে, নাশে বুঝি মোরে—
(অপর দিক দিয়া বিকটের প্রবেশ)

রত্নাকর (প্রতিবন্ধক পাইয়া)
নিরুপায়, যাই,
মজিনু আপন দোষে—
(পতন)

ব্রহ্মা রত্নাকর, ভয় নাই তোর,
ভয় নাই তোর্

রত্নাকর (অর্দ্ধোত্থিত হইয়া নাসা ও মুখ বিকৃত করণ ও ফুৎকার)
ভীষণ নরক, বিষম দুর্গন্ধ—
যাই, রক্ষা নাই আর

ব্রহ্মা কি হ'য়েছে, অস্থির কেন এত ?

রত্নাকর। গাত্রময়,—বিষ্ঠা, মেদ, মাংস দেখি !
কৃমিকীট প্রবেশে বদনে—
(ফুৎকার)
উহুঃ যাই, যাই আমি,
(ক্রন্দনস্বরে)
মরিবনা, মরিতে পারিনা !

ভীমাক্ষ সন্ন্যাসী ছুজনে, এনেছি এখানে প্রভু——

রত্নাকর কৈ, কৈ—

(দেখিতে পাইয়া স্বহস্তে বন্ধন মোচন
করিতে করিতে)

ক্ষমা দিন, অসহ্য যন্ত্রণা
সহিতে পা'রিনা আর!
পাপ বলি ছিলনাক জ্ঞান,
অজ্ঞান পশুর মত,
শত শত বধেছি মানব!
উঃ যন্ত্রণা অপার,
কি হবে আমার দেব?

(হস্ত মোচন পূর্ব্বক পদধূলি গ্রহণ,
ও এদিক ওদিক দর্শন)

ব্রহ্মা। পশ্চাতে কি দ্যাখ?

রত্নাকর। কে ঐ, তীক্ষ্ণ অসি হাতে,
ফিরিছে পশ্চাতে—
মস্তিষ্কের ঘৃত নেবে বুঝি!
ঐ,—ঐ, সম্মুখে দাঁড়ায়,
হৃৎপিণ্ড চায় ছিঁড়ে নিতে——

ব্রহ্মা (কমণ্ডলু হইতে মস্তকে বারি সিঞ্চন করিয়া)
ভয় নাই, স্থির হও রত্নাকর

রত্নাকর (জনান্তিকে)
আঃ আঃ
কি সুন্দর সৌরভ!
চন্দনের গন্ধ পাই।
শান্তি,—শান্তি হ'লো,

সুস্থ হ'য়ে বাঁচিলাম।

(দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া)

আবার না বিভীষিকা আসে!

উঃ একা আমি, এত পাপ ..

নারদ ʼরত্নাকর

রত্নাকর (চমকিয়া)

প্রভু, বাঁচালেন পাতকীরে,

বন্ধনের ক্লেশ কতই হ'য়েছে,

মার্জ্জনা করুন্

(পদধূলি গ্রহণ)

নারদ (হস্ত ধরিয়া উত্তোলন)

ভয় নাই, মুক্ত হবে।

রত্নাকর নরহন্তা, নরকের কীট আমি,

আমার ভাগ্যেতে, হবে কি সে সুখ?

ব্রহ্মা দস্যুবৃত্তি, ভুলে যাও রত্নাকর

রত্নাকর ভুলেছি, ভুলেছি দেব,

নরক যন্ত্রণা, ভুলায়েছে সব

না,——দস্যুই রয়েছি!

শরাসন, অপহৃত ধন,

এখনো রয়েছে দেহে!

বিষবৎ, বিষময়! বিষময়!

ভুজঙ্গেরে অঙ্গেতে ধরেছি—

(কার্ম্মুক, শরাসন, ভূষণ, অঙ্গাচ্ছাদন দূরে নিক্ষেপ করিয়া করযোড়ে)

দেব! উত্তরীয় ভিক্ষা চাই,
চৌর্য্য-ধন, নরক যন্ত্রণা আনে দেহে;
ভিক্ষা দিন, ত্যাগ করি এ বস্ত্র।

ব্রহ্মা। (উত্তরীয় প্রদান)
এই লও সরসীতে স্নান করি
পরিধান কর।

রত্নাকর (ক্রন্দন)
আহা! ভিক্ষাতে যা মেলে,
তার তরে নরহত্যা!
উঃ, কি পাতকী আমি; এত পাপ!
মুক্তি কি আছে আমার?

নারদ স্নান করি এস আগে—
(রত্নাকর স্নান করিতে যাইতে যাইতে
ফিরিয়া আসিয়া)

রত্নাকর একা পারিবনা যেতে—

ব্রহ্মা সে কি, ভয় কি তোমার,
কারে ভয় কর?

রত্নাকর। চারিদিকে ফেরে যেন কারা,
একা পেলে, নরকে নেযাবে তারা মোরে।
শিহরে প্রাণ চলেনা চরণ তাই—

ভৈরব সে কি প্রভু?
দিন নাই রাত নাই, হেন স্থান নাই,
যেখানেতে নাই রত্নাকর!
বৃক্ষমূল, গিরিগুহা, নদীকূল,

শ্মশান, মশান, বন,
প্রমোদ-কানন ছিল তব;
কিছুই বুঝিনা আজ কি না
একা যেতে ভয়!
আসুন, সঙ্গে যাই আমি
(রত্নাকর ও ভৈরবের প্রস্থান)

নারদ। ব্যাকুলতা বেড়েছে যখন,
সময় হয়েছে, দীক্ষা দিন্
রত্নাকর মহামুনি হবে

ব্রহ্মা। যত দগ্ধ হবে, ততই প্রকাশ পাবে
হৃদয়ের স্বচ্ছভাব
পূর্ব্বকর্ম্ম ফল-ভোগ, শেষ হবে আজ
(কঁদিতে কাঁদিতে রত্নাকরের প্রবেশ,
পাছু পাছু ভৈরবের আগমন)

রত্নাকর। মহাপাপী, নরহন্তা, আমি,
স্পর্শনে আমার, সবসী শুকায়,
কি উপায় হবে দেব?

নারদ। (জনান্তিকে)
উঃ দারুণ পাপ! মহান্ পাতকী!!

ব্রহ্মা। স্থির হও রত্নাকর, বুঝেছি সকল,
কমণ্ডলুবারি মস্তকেতে ধরি,
শুচি হয়ে, বস্ত্র ত্যাগ কর
(রত্নাকরের তদ্রূপ করণ)

রত্নাকর আঃ—শান্তি হ'ল,

যন্ত্রণা জুড়াল
এই সঙ্গে, এ পাপ দেহ
সংস্কার হয় না কি আর ?
কিন্তু মরিবনা আমি,
পারিবনা মরিতে কখন,
উহুঃ মরিলেই নরকযন্ত্রণা !

ব্রহ্মা। এই দেহ সংস্কার হবে,
নবজীব পাবে,
"রাম" নাম কর দেখি

রত্নাকর (চেষ্টা করিয়া)
কৈ প্রভু, ও নামত' আসেনা আমারে,
জিহ্বা জড়ভাব ধরে—

নারদ। রত্নাকর, বহু পাপ ক'রেছ সঞ্চয়
"রাম" নাম ছাড়া নাহিক উপায়

রত্নাকর। (পুনঃ চেষ্টা)
ও নাম করিব কি ক'রে,
জিহ্বা যেন টানে কে ভিতরে।
তবে কি উপায় নাই আর ?
মহাপাপী,—কি হবে আমার দেব !

ব্রহ্মা রত্নাকর, ভুলে যাও আত্ম অহঙ্কার,
সুখ দুঃখ পরিহরি,
ভাল-মন্দ-ফলাফল শূন্য হ'য়ে,
নির্ব্বিকার নিষ্কাম হৃদয়ে,
এক মনে পদ্মাসনে বসি

"মরা" নাম জপ্ কর,
তা হলেই "রাম" নাম পাবে,
মুক্ত হবে আচরাৎ

নারদ যোগাসনে জড়বৎ বসি,
ইন্দ্রিয় সংযম করি,
অহরহ "রাম" নাম কর;
পাপ তাপ যাবে, অন্তর্দৃষ্টি হবে,
ইষ্টদেবে হৃদয়ে দেখিবে,
মুক্ত হবে আশু

(রত্নাকর ব্রহ্মা ও নারদকে প্রণাম
ও তাঁহাদের অন্তর্দ্ধান)

রত্নাকর দেব, ধন্য হ'ল মধ্যপথ আজ,
পুনঃ যেন দেখা পাই—
(সঙ্গিগণের প্রতি)
ভাই, এতদিন আমারই দোষেতে,
কুপথে ফিরেছ;
যা বলেছি, দ্বিরুক্তি না করি
কতই সয়েছ,
আজ যা বলিব, শুনিবে কি তাহা?

ভৈরব সেকি প্রভু, চিরকালই
তব আজ্ঞা, যতনে পালিত হবে

রত্নাকর ভাই সবে, দেখো তবে,
মধ্যপথে নরহত্যা আর না হইতে পায়;
দস্যুবৃত্তি বিসর্জ্জন দাও——

বিকট। স্ত্রী-পুত্রেরে পালিব কি ক'রে ?

রত্নাকর রতন্ ভাণ্ডার মোর লওগে তোমরা,
ইচ্ছা হয়, আবশ্যক মত রেখো;
অবশিষ্ট ধনে, সাধুসেবা করিও যতনে;
সে ধন স্পর্শ না করিব আমি·
আমার সে নয়

ভীমাক্ষ তাই হবে প্রভু—

ভৈরব চিরকালই আপনার পথে আছি,
আজীবন তাহাই থাকিব.
সাধুসেবা করি আদেশ পালির তব,
যে কদিন রব আর

বিকট আমারও বাসনা ঐ—

রত্নাকর শান্তি হলো শুনে,
আর মোর কোন ইচ্ছা নাই
দিন যায়, অবসান আয়ু,
বাসনায় আগুন লাগায়ে
জঞ্জাল মিটায়ে ব'সো

ভৈরব চল ভাই, সংসারে বিদায় লয়ে আসি

(রত্নাকরকে প্রণাম করিয়া সকলের প্রস্থান)

রত্নাকর আঃ নিশ্চিন্ত হলাম;
দস্যুবৃত্তি হবেনা এ বনে আর
(চণ্ডীর প্রতি)
মা, এই লও, খড়্গ লও ফিরি,

(খড়্গ প্রত্যর্পণ)

আর কিছু বলিবার নাই;
"বলি দিব" প্রতিশ্রুত ছিনু,
এই লও. কাম ক্রোধ লোভ আদি
ষড়রিপু, বলি দিনু ও রাঙ্গা চরণে আজ।
মনস্কাম পূর্ণ হয় যেন,
পাতকীরে মুক্তি দিও মাগো——

গীত।

পার কি ভুলাতে আর, দীনে ছলনা ক'রে,
বুঝেছি মা ইচ্ছাময়ি, বাঞ্ছা যে বলিব তরে
বিনা আত্মসমর্পণ, পরে দিয়ে বিসর্জ্জন,
তামসে হ'য়ে মগন, কে কবে তোষে তোমারে।
এ বিশ্ব-খেলাভূমে, বৃথাই ভ্রমেছি এসে,
এই নে মা ষড়রিপু, দিলাম চরণে ধ'রে।
দেখো দুরারাধ্যে তারা, যে ধন পেয়েছি, যেন—
অজপা অন্তিম কালে, রসনা জপিতে পারে।

(রত্নাকরের প্রস্থান।)

——০ঃঃ০——

ষষ্ঠ অঙ্ক।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

মধ্যপথ

ভৈরব, ভীমাক্ষ ও বিকটের প্রবেশ।

ভৈরব — এত দিনে সুব্যবস্থা হ'ল,
সাধুসেবা হবে ভাল।

ভীমাক্ষ — অর্থও সার্থক হ'ল আজ।

বিকট — রত্নাকর, রত্নাকরই বটে;
মণি, মুক্তা, বসন, ভূষণ,
কোথাওত দেখিনি এমন!

ভীমাক্ষ — রাক্ষসীরা পথ চেয়ে আছে,
কিছু কিছু দিয়ে, শান্ত করি গিয়ে চল'।

ভৈরব — শুধু হাতে গেলে,
রোষ বই কিছু নাহি মিলে
ছি ছি! এত দিন ধ'রে,
এদেরই তরে এ পাপ করেছি!

বিকট — কার পুত্র, কার পরিবার,
"না' বলিলে, কেহ না আমার

ভীমাক্ষ — বিবাহ ক'রে ভার নেছি যবে,.'
পালিতেত হবে?

কট	আজ মরি, কাল না হেরিব আর,
তবে কেন মিছার ভাবনা অপার?
মাক	যে কদিন বেঁচে আছি——
কট	ভাবনা মরেছি।
তুমি আমি গেলে,
ভেবেছ কি সংসার অচল হবে?
কার তরে তা হয়েছে কবে?
যার ভার সেই নেবে।
দেখিলেত, পাপভার
কেহ কি নেবে তোমার?
রব	ইচ্ছা নাই, ঘরে যাই আর;
দস্যুপতি যার ভয়ে
মধ্যপথ কাঁপে, সে কাঁপে
আপন ছায়া দেখে!
উঃ নিদারুণ পরিণাম,
কি জানি কি হবে!
(ক্ষণ চিন্তার পর)
করিলাম স্থির;
রত্নাকরে কুপথে সাহায্য ক'রে
ডুবে থাকি যদি,
পরমার্থ পথে তাঁরে, সাহায্য করিব পুনঃ,
দেখি তাতে কূল পাই কিনা
উ।	আমারও বাসনা তাই।
ক্ষ।	কিন্তু, সাধনা জানিনাত কিছু।

ভৈরব   রত্নাকর বাল্যগুরু,
আজীবনই পূজ্য তিনি।
তাঁরই সেবা সাধনা মোদের;
এক ধর্ম্ম, একই কর্ম্মে রত,
সুখে দুঃখে, সমভাগী সব,
তাঁর যদি মুক্তি হয়,
আমাদেরও হবে।

ভীমাক্ষ   কে না আসে এই পথে?

বিকট   ক্ষতি কি তাহাতে—

(একজন সাধুর সঙ্গীত আলাপ
করিতে করিতে প্রবেশ)

গীত।

তুমি যে হৃদয়ে আছ, এ দুঃখ ম'লে যাবেনা
আবাহন আকিঞ্চনে, তোমারে অন্তরে এনে,
আমা সনে অনশনে, দিতেছি কত যাতনা
বৃক্ষতল ফল মূল, জল অনিল অনল,
দীন সনে এ সকল, কতই সবে বলনা
কি ক'রে বা হৃদে রাখি, ছেড়ে বা কি ক'রে থাকি,
এ ভাবে কমল-আঁখি, কি ক'রে হবে সাধনা।

ভৈরব   দস্যুভয়ে ভীত নও,
কে তুমি এ পথে যাও?

সন্ন্যাসী নাহি যার বাসনা বিকার
কিসে ভয় তার ?
সম্বল আমার পরমার্থ ধন,
কি ভাগ্য দস্যুর করিবে হরণ !
মণি, মুক্তা, অলঙ্কার নয়,
একই জন্মে যার সম্পর্ক ফুরায়
অর্থেরে অনর্থ ভাবি
স্ত্রী, পুত্র, সংসার ছেড়েছে যেই,
দস্যুভয় নেই তার !
ভাবি : সকলই আমার,
নয় ভাবি —কিছুই আমার নয়,
দুই এক কথা।
তবে আর ভয় কার ?
আমি আছি কি না, তাও ত জানিনা
(ভৈরব, ভীমাক্ষ ও বিকট অবনত মস্তকে
সন্ন্যাসীকে প্রণাম)

সন্ন্যাসী নারায়ণ। (গমনোদ্যত)

ভৈরব। ব্রতী মোরা সাধুসেবা তরে,
ধন্য হব তব সেবা করে,
আজ্ঞা হোক্ কিছু——

সন্ন্যাসী। পিপাসায় নির্ঝরিণী জল,
ক্ষুধা পেলে, বনফল খাই,
বিজনে বেড়াই,
প'ড়ে থাকি পর্ব্বত-গুহায়।

ধন, জন, নারায়ণ মোর,
অনুক্ষণ হৃদয়েতে রাখি,
অভাব দেখিনা, বাসনা যাহার করি।
নারায়ণ—— (বলিতে২ ও স্থান)

বিকট সবইত রয়েছে,
তবে কেন মিছে ভেবে মরি।

ভৈরব উঃ আপনে আপনি সুখী,
কামনা না দেখি কিছু!
সাক্ষাৎ দেবতা!
অহো! জীর্ণবাস তরে
কত শত ব'ধেছি এ হেন নরে!
কি হবে, কি ক'রে এ পাপ যাবে?

ভীমাক্ষ আগে দেখিনিত হেন, স্বপ্ন যেন
বোধ হয় সব!
প্রাণ হুহু করে, আঁখি শূন্য হেরে,
সংসারে বাসনা নাই;
চল যাই, জঞ্জাল মিটাই ত্বরা।

ভৈরব তার পর, প্রভুর আদেশ মত,
সাধুসেবা রত থেকে, জীবন কাটাব;
মধ্যে মধ্যে চরণ দেখে আসিব তাঁর।

(ভৈরব, ভীমাক্ষ ও বিকটের প্রস্থান)

ষষ্ঠ অঙ্ক।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

পর্ণকুটির

করালী, দ্রাক্ষা ও ঝঞ্ঝা উপস্থিত।

করালী   পোড়ার মুকোবা গেলো কোথা, কদিন ধোরে দেখা নেই

দ্রাক্ষা   যাবে আব কোথা, চুলোয় গেছে বুঝি, তানাত' আসেনা কেন?

ঝঞ্ঝা   না এল্লেত বাঁচি, খাওয়া পরাব ব্যাবস্থা ক'রে মরুক্‌গে না।

করালী   পোড়ার মুকোদেব ওষুদও ধরেনা! আদ্ মোন্ চাল্‌তার শেকড়, তিন সের টেঁক্‌শেলের মাটি, নখানা ঘুঘুব হাড় খাওয়ালুম, বেটে বেটে হাত ফেটে গেল; কালামুকোরা যে সেই! একটুও কি সুধ্‌রুতে নেই?

দ্রাক্ষা   দোস্যিবে মোলে সুধ্‌রুবে! অমন্ ভাতার গেলেই কি আর থাকলেই কি ওদের গুণ্ করা ঝক্‌মারি আব কি।

ঝঞ্ঝা।   আমি গাদীব মার কাছে শিখে এসে থ্যাংরা ধোয়া, চুলপোড়া, ছাগলেব ন্যাজের রোঁ,

ব্যাঙের ছাতা ক'ত খাইয়েছি, পোড়ার মুকো যেন বে'কে'শ ! সব হজম্ কো'ল্লে !

ভ্রাঙ্কা। পোড়া কপাল আর কি ; অমন্ কেয়ো পোড়া-তেই বড় হোলো, ত' ব্যাঙের ছাতা !

ঝঞ্ঝা ঐ বুঝি আস্‌চে ———

করালী তাইত, চুপ্ কর্, কেউ কথা কোস্‌নি, দেখি পোড়ার মুকোরা কি বলে।

(ভৈরব, ভীমাক্ষ ও বিকটের প্রবেশ)

ভৈরব (বসন ভূষণ প্রদান করতঃ)
এই লও ধর, খাওয়া পরা কর,
বিরক্ত ক'রোনা আর ———

(সকলের "এই লও ধর" বলিয়া বস্ত্র ও অলঙ্কার প্রদান ও গৃহমধ্যে প্রবেশ)

(স্ত্রীগণ বসন ভূষণ পাইয়া তাহা দেখিতে ব্যস্ত ও গলায় মুক্তার মালা পরিধান)

করালী। এমন্ বাপের বেটী নই যে এ হাতে গুণ্ কল্লে ওষুদ ধরবেনা ! যেখান থেকে পেয়েছে সব নিয়ে এসেছে—

ভ্রাঙ্কা তানাত' কি, সতীর ওষুদ কি মিছে হয়, তা হ'লে যে চন্দর স্যুয্যি থাকবেনা।

ঝঞ্ঝা সাদীর মার ওষুদ,
দিনে দিনে বাড়ে সুদ।
দেয় যদি সে গেরো এঁটে,

ঘোঁড়া ভাতার আসে ছুটে
মরা ভাতার দাঁড়ায় উঠে।
(বসন ভূষণ দেখিয়া)
তাইত, উঃ খেয়ে পোরে এ জন্মেও ফুরুবে না।

করালী ওতো হোলো, এখন খেতে না চেয়ে বসে, রাঁধে কে—

ঝঞ্ঝা এতোয় আর কাজ নেই, খেতে হয় বেঁধে খাবে।

দ্রাক্ষা তবু একবার মুখের কথা জিগ্গেসা ক'ত্তে হবে ত—

করালী না না, তোঁর আর জিগ্গেস ক'রে কাজ নেই, একদিন নাই পেলে, রোজ ঐ কাজ ক'ত্তে হবে?

ঝঞ্ঝা তা নাত কি, দুখানা গয়না কাপড় এনেচে ব লে কি, মাথা কিনেচে নাকি? অ্যাঁঃ—

করালী মাগ্‌কে ওসব কে না দিয়ে থাকে? ওঁদেবি কেবল জুগ্গতা নেই বৈত নয়; আমরা বোলে তাই চুপ্ ক'রে থাকি

দ্রাক্ষা তা মিচে নয়—

(গৃহ হইতে গেরুয়া বসন পরিয়া ভৈরব, ভীমাক্ষ ও বিকটের নির্গমন)

করালী এ আবার কি?

ভৈরব বলেছিত বিরক্ত ক'রোনা,
সংসারে রবনা আর—

বিকট চাও যা, পেয়েছ তা,
খাও পর, বিরক্ত না কর।

ভীমাক্ষ। ইচ্ছা হয়, নারায়ণে ডেকো,
বিপদ রবেনা আর

করালী উঃ, আস্‌তেই বা বলে কে, যেতে হয় যাওনা

ঝঞ্ঝা তার আবার ডবডবানি কি ?

দ্রাক্ষা। কেউ কি ধ'রে রেখেছে নাকি ?

(ভৈরব, ভীমাক্ষ ও বিকটের গীত গাহিতে২ প্রস্থান)

গীত।

আর কেন মন আপন আপন,
আপন যে জন খুঁজিগে আয়।
জীবনে মরণে যে জন, সমান আপন থেকে যায়
যাদের লাগি ভুলি তাঁরে, ভাবাক্ত' চায়নাক' মোরে,
গিছে আপন আপন ক'রে ফেলে দেছে বিষয় দায়
আসল্ ফেলে ঝুটো মালে, চিরদিনই আছি ভুলে,
দুধ ফেলে মজিয়ে ঘোলে, রোগ পুষেছি দেহময়
আনিনি না সঙ্গে যাবে, কিসের এত যতন তবে,
মাটির দেহ মাটি হবে, ভূতের ব্যাপার কত সয়

(ভৈরবের প্রস্থান)

ঊর্দ্ধ বায়ু রুদ্ধ হ'লে, ম'লে যে "বাঁচবেনা" বলে,
সেই বেড়াবে হেসে খেলে, একথা আর কব কায়
যে তোর গলে দেছে ছুরি, কাটরে মন সেই মায়া ডুরি,
যার মোহেতে ভুলে "হরি", হয়েছিস্ আজ নিরুপায়

(ভীমাক্ষের প্রস্থান)

দারা পুত্র ধন জন, রাখবেনা কেউ ধ'রলে শমন,
মরণ কালে হ'ল চেতন, "উপায় হরির রাঙা পায়"।

সেই পদ ভরসা করি, ভাসিয়েচ মন দেহ তরি,
অগতির গতি হরি—অকূলে কূল মিলায়

(বিকটের প্রস্থান)

কপালী . পোড়ার মুকোরা এক দণ্ডের তরে এসে কত-থানা কোলে দেখেচো

ঝল্লা । "থাকবোনা" বোলে ভয় দেখানো ! না থাকলে মোরে গেলুম্ আর কি, না এলেই হাড় জুড়োয়

দ্রাক্ষা হাসিও পায়, আবার ধর্ম্ম কথা শেখান হচ্ছিল

কপালী মতে জায়গা আছে কি? যাবেন আর কোথায়; এই দেকোনা একটা চিতের শেকোড় এনে উনুনে ফেলে দি, যেথানে থাকবে ছুটে আসতে হবে——

ঝল্লা । ইস্, তোমার আবার আড়ি দেখে যে বাঁচিনে ! এসেই বা কাজ কি? খাওয়া পরার ভাবনা ত আর ভাবিনে:

ভাত কাপড় থাকলে মজুৎ,
চাইনে ভাতার চাইনে পুৎ।

দ্রাক্ষা চল', এই সব পোরে একবার বেড়িয়ে আসি, মাথাখাগীরে পুড়ে মরুক্——

ঝল্লা তাইত যাব'

কপালী সবত আর এক দিনে পরা হবেনা, বেচে গুচে পরিগে চল্

(সকলের প্রস্থান)

সপ্তম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

বিজন বন, বল্মিক মধ্যে রত্নাকর
"রাম নাম" জপে রত

ধীরে ধীরে হিঙ্গনকুমারীর প্রবেশ ও তপোবন
পরিষ্কার করণ, পরে চারিদিকে সর্জ্জরস ধূম
দিয়া, পিতাকে প্রণাম করত প্রস্থান

অপর দিক দিয়া হরিগুণ গাণ করিতে করিতে
ব্রহ্মা ও নারদের প্রবেশ

গীত।

ওহে কমলাপতি মিনতি তোমার ঠাঁই,
যে কদিন দেহে প্রাণ, দুঃখ বিনে দুঃখ না পাই
যে তব আপন জন, সেই দুঃখে দীন জন,
পরে দাও ধন জন, তাহে প্রয়াস নাই।
বিভবে তোমা ভুলাবে, দুঃখে দিন সুখে যাবে,
চরণ স্মরণ রবে, সম্পদে তোমারে হারাই
তোমা ছেড়ে ধন জন, তিলেক চাহেনা প্রাণ,
কেশব কমলাসন, শ্রীপদ সম্পদ চাই।

নারদ আহা এ বন আর সে বন নাই
পবিত্রতা বিরাজিছে যেন ;
সর্জ্জরস ধূমে কানন ছেয়েছে
থেকে থেকে শিরায় শিরায়
তাড়িত প্রবাহ ছোটে,
বৈদ্যুতিক বেগে, রোমাঞ্চিত হয় দেহ ;
পূর্ণ শক্তি পেয়েছে এ ভূমি
প্রতি পদক্ষেপে ভাব ধরে যেন ;
ধন্য যোগ বল .
রাম নামই শুনি অবিরাম,
কিন্তু রত্নাকর কই ?

ব্রহ্মা। আহা কত কাল আজ
যোগাসনে ব'সে রত্নাকর
স্থিরচিত্ত, এক দৃষ্টি, নিষ্পন্দ শরীর।
সে বিরাট বীর দেহ নাই,
সঞ্চালনে যার কানন কাঁপিত,
কাষ্ঠবৎ জীর্ণ দেহ এবে,
বল্মিক সঞ্চারে তায় !
কিন্তু দেবদ্যুতি প্রতি লোমকূপে,
শান্তি যেন সর্ব্ব দেহে রাজে
বল্মিকের স্তূপ হ'তে, "রাম" নামে
কানন ভ'রেছে
মধুচক্র হ'তে, সহস্র মধুপ
একত্রেতে গুঞ্জরিছে যেন।

ধন্য হ'ল মধ্য পথ আজ,
ধন্য তপোবন,

নারদ নিশ্চয়ই, রত্নাকর অনশনে
ধ্যানে রত তা না হ'লে
দেহময় বল্মিকেরা আশ্রয়
করিবে কি প্রকারে ?

ব্রহ্মা দেখিছনা, সুপ্তা কুণ্ডলিনী
জাগায়েছে রত্নাকর।
সহস্রার সুধা ক্ষুধা হবে তার;
বিপুল আনন্দে সমাধিস্থ আছে
আজ সমাধিভঙ্গের কাল উপস্থিত,
কমণ্ডলু হ'তে শান্তিজল দাও।

(উভয়ে রত্নাকর শিরে শান্তিবারি প্রদান)

রত্নাকর (সমাধিভঙ্গ হইয়া উচ্চৈঃস্বরে)
ওঁ রাম।

(চক্ষুরুন্মিলন করত।)

গুরুদেব, ধন্য আমি আজ,
ও পদ প্রসাদে, এত দিনে
শান্তি এলো দেহে।
"মহানির্ব্বাণের আর কত দিন?"

(উভয়কে প্রণাম)

ব্রহ্মা রত্নাকর, ক্রিয়াযোগ সাঙ্গ তব;

এইবার, ভক্ত হয়ে রাজযোগে
থা'ক' কিছু দিন, অচিরেই মুক্ত হবে।

রত্নাকর আদেশ তব অবশ্য পালিব,
উপদেশ দিন্ প্রভু

নারদ শয়নে স্বপনে, অশনে ভ্রমণে
সর্ব্বক্ষণই ভাব
এই তিনি, যা দেখি তা তিনি,
হৃদয়েতে রাম, মস্তকেতে রাম,
রামময় বিশ্বধাম
যা কর, তা তাঁরই কর্ম্ম;
আহার —— তাঁরেই আহুতি দাও,
তিনি ছাড়া একদণ্ড নও;
তুমি নাই, তিনি সব,
যা শুন ওঁকার রব

ব্রহ্মা "রাম" নামে সিদ্ধ তুমি,
ও নামেই মুক্ত হবে;
তাঁরই লীলা বর্ণনায়
মোক্ষ পাবে রত্নাকর
"রামায়ণ" রচ, ভক্তিযোগ অক্ষুণ্ণ রবে তোমার

রত্নাকর নিরক্ষর মূর্খ আমি,
তাঁর লীলা অজ্ঞাত আমার,
কিসে কৃতকার্য্য হব দেব ?

ব্রহ্মা যোগবলে কিনা হয় রত্নাকর;
যেই মহাশক্তি অভ্যাস করেছ,

ভাবী যুগ, যুগান্তের কথা,
দর্পণের মত, প্রতিভীত হবে হৃদে

বত্নাকব কিন্তু প্রভু,
কবিতা আসিবে কোথা হ তে ?

নাবদ হেন কিছু নাই, সিদ্ধ যোগী কাছে,
অসম্ভব যাহা ;
শ্বাস, যত মৃদু হবে, ততই প্রতিভা পাবে।
"একাঙ্গুলে কৃতেন্যূনে প্রার্ণেনিষ্কাগতা গতা
আনন্দস্তু দ্বিতীযস্যাৎ কবি শক্তি তৃতীয়কে ।
বাচাসিদ্ধি শ্চতুর্থেতু দুবদৃষ্টিস্তু পঞ্চমে "
এই সবই যোগফল,
তবে আব ভাবনা কি তব ?
তা ছাড়া, সবস্বতী অনুকুল তব প্রতি, রত্নাকব

ব্রহ্মা রত্নাকব নহ তুমি আর,
পূর্ব্বেব সে মন নাই, দেহ নাই, ক্রিয়া নাই তব;
বল্মিকে আবৃত ছিলে,
আজ হ'তে "বাল্মিকি" তোমার নাম হ'ল ;
কবিগুরু,—আদি কবি হবে তুমি।

(রত্নাকরেব উভযকে প্রণাম করণ
ও উভয়ের অন্তর্দ্ধান)

রত্নাকব। কি প্রপঞ্চ কিছুই না বুঝি,
অধমেবে এ ছলনা কেন !
এ গুরুভাব, আমাব কি সাধ্য বহি !
কিন্তু দেবাদেশ, অন্যথা না হবে ;

কি হবে ও বিয়ে আর, ইচ্ছা তাঁর
তিনিই পুরাবেন
কেহ নহি, উপলক্ষ্য মাত্র আমি
(একটু চিন্তার পর)
বহুকাল স্নান নাই, যাই
তমসাসলিলে স্নান ক'রে আসি

(প্রস্থান)

সপ্তম অঙ্ক।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

তমসাতীর।

দুই জন ব্যাধের গীত গাহিতে২ প্রবেশ, এক জন
এক ছত্র গাহিয়া এদিক ওদিক পক্ষী অন্বেষণ
করিতেছে, অপর এক জন পর ছত্র
গাইতেছে এইরূপ করিতে২

গীত।

১ম বাছা বাছা বাণের গোছা এনেছি চুনে,
২য় সাতনলাতে বাণের ফলা যাবে হারমেনে

১ম বাজি রাখি হাজার পাখী ক'র্ব আজ শিকার,

২য়। নলের মুখে এমন আটা বাণের হবে হার

১ম উড়ো পাখীর মুড়ো কেটে লোটাব বনে,

২য় ক্ষ্যান্ত দে ভাই জ্যান্ত পাখী আন্‌ব' আজ টেনে

১ম (একটী ক্রৌঞ্চ দেখিয়া চুপে২)

চুপ্ চুপ্ চুপ্

২য় কৈ কৈ ?

১ম (উর্দ্ধে দেখাইয়া) ঐ ঐ

(এক জন বীরাসনে বসিয়া শরক্ষেপ ও

অপর ব্যক্তির সাতনলা প্রয়োগ।)

বাল্মিকির প্রবেশ ও সম্মুখে শরবিদ্ধ

ক্রৌঞ্চ পড়িতে দেখিয়া—

বাল্মিকি "মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ,

যৎ ক্রৌঞ্চ মিথুনাদেকমবধীঃ কাম মোহিতং "

(নিষাদগণের প্রস্থান)

(ক্ষণ চিন্তার পর)

একি . কি বলিনু আমি .

সুললিত দেবভাষা, কোথা হ'তে

এলো মোর মুখে !

সুধা বরষিল, শ্রবণ জুড়াল,

পুলকে পূরিল প্রাণ

একি দেখি

হৃদি-পদ্মাসনে, করে বীণে,

জ্যোতির্ম্ময়ী শ্বেতাঙ্গিনী বামা,
বিনোদ ঝঙ্কারে, সুরে সুরে
বাঁধিছে জগৎ, ফুটাইছে তারা !
প্রাণ সঙ্গে, নাড়েনা চরণ
বৃক্ষ লতা স্থির হ'য়ে শোনে
দেবতনু হিমালয়, বিরাট পাষাণময় হ'ল;
শিলা দ্রব হয়, সহস্র ধারায়
নদীরূপে ধায় শেষে .
সুরভরা ব্যোমদেশ ;
ছন্দে ছন্দে মন্দাকিনী দোলে,—
তরঙ্গে তরঙ্গে, রঙ্গে ভঙ্গে
নাচিছে লহর তুলে !
সুললিত, গান, সুমধুর তান,
মাতালে যে প্রাণ মোর
কবিতা সুন্দরি, মিনতি আমারি
আমিও গাইব, দে মা বীণা তোর

(সম্মুখে হস্ত প্রসারণ)

(তমসার গর্ভ হইতে বীণাযন্ত্র হস্তে সঙ্গীত আলাপ করিতেই সরস্বতীর প্রকাশ ও বাল্মিকির একটু সরিয়া আসিয়া যোড়করে অর্দ্ধোপবেসন)

গীত ।

দেবাদেশে আইনুরে শিখাতে অমর গান,
নেরে হৃদি প্রসারিয়ে ভরিয়ে অমীয় তান

এই নে কল্পনা-হার,
এই নে ভাবের ভার,
এই নে উচ্ছ্বাস তব,
এই নে মোহিনী বাণ
হিমাদ্রি হ'তে কুমারী কবিত পীযূষ ভরি,
পাষাণে আনিবি বারি, মরু দিয়ে ছায়া দান
এই নে সুরস মালা,
এই নে সুরভি ডাল,
এই নে বাজাগে বীণা
গাতায়ে জগৎ প্রাণ

সরস্বতী গীত গাহিতেছে প্রতি ছন্দান্তে এক
এক গাছি কবিয়া মালা বাল্মিকিকে
পরাইতেছেন ক্রমে গীত সাঙ্গ হইলে
বীণা প্রদান করিয়া অন্তর্দ্ধান

(পুষ্পবৃষ্টি ।)